ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমং মণ্ডলং। নবমোঽনুবাকঃ। সপ্তচত্বারিংশং সূক্তং।
প্রথমোঽষ্টকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। প্রথমদ্বিতীয়ৌ বর্গৌ॥

সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং।

চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হইল। একষষ্ট সূক্তে এই অধ্যায় শেষ হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে চৌদ্দটী সূক্ত ছিল; এই অধ্যায়ে পনেরটী সূক্ত আছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ের ঋক্-সংখ্যা ছিল—১৭৩ টি; এ অধ্যায়ের ঋক্-সংখ্যা—১৫২টি। তবে এই অধ্যায়ের ঋক্সমূহ অধিকাংশই বৃহৎ বৃহৎ ছন্দে সংগ্রথিত। এই অধ্যায়ের একটী সূক্তের (পঞ্চাশৎ-সূক্তের) নয়টী ঋক্ মাত্র গায়ত্রী ছন্দে আছে; আর অবশিষ্ট সকল ঋক্ই জগতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী প্রভৃতি ছন্দে নিবদ্ধ। এই অধ্যায়ের সূক্ত-সমূহের দেবতা—অশ্বিদ্বয়, উষা, সূর্য্য, ইন্দ্র ও অগ্নি। প্রথমে অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে একটী সূক্ত, তার পর উষাদেবতা সম্বন্ধে দুইটী সূক্ত, তার পর সূর্য্যদেবতা সম্বন্ধে একটী সূক্ত বিনিযুক্ত; অবশেষে ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধে সাতটী সূক্ত, অগ্নিদেবতা সম্বন্ধে তিনটী সূক্ত এবং আবার ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধে আর একটী সূক্ত প্রযুক্ত দেখি।

এখন, এই অধ্যায়ের প্রথম যে সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্ত, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছি। এই সূক্তের সহিত পুরাবৃত্তের নানা সম্বন্ধ সূচনা করা যায়। এই সূক্তের দ্বারা সমুদ্র-পথে হিন্দুদিগের গতিবিধি ছিল প্রমাণ করার সুযোগ উপস্থিত হয়। এই সূক্তের দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের সহিত ভারতীয় নৃপতিগণের সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হইতে পারে। সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের প্রসঙ্গ, তিন চক্র রথে অথবা একার অনুরূপ গাড়িতে গতি-বিধির বিবর—এই সূক্ত হইতে আহরণ করিতে পারি। কণ্ব-বংশীয়গণের যজ্ঞশালায় আসিয়া অশ্বিনীকুমারেরা সোমরস পান করিতেন, তুর্বশ রাজার গৃহে তাঁহারা অনেক সময় অবস্থিতি

করিতেন, পিজবন-রাজার পুত্র সুদাসকে তাঁহারা যুদ্ধকালে সহায়তা করিয়াছিলেন,—এবম্প্রকার কত কাহিনী-কিম্বদন্তীই এই সূক্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর সেই উপলক্ষে প্রাচীন আসীরিয়-দিগের সহিত এই সময়ের ভারতীয়গণের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত প্রখ্যাত হইয়া থাকে।

বেদের ব্যাখ্যায় বিবিধ মতবাদ পোষণ করা যায়। তবে আমরা যে পথে ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছি, তাহাতে কোথাও অসামঞ্জস্য থাকিবে না—ইহাই বিশ্বাস। আমাদিগের আর্য্য-বাস, পুরাবৃত্তের সহিত বেদ-মন্ত্রের সম্বন্ধখ্যাপন পরবর্ত্তী কালের কল্পনা-মূলক। আমরা তত্ত্ব বা ঘটনার অপলাপ করিতেছি না। তবে সাদৃশ্য মিলিয়া যাওয়ায়, একের সঙ্গে অন্যের আসিয়া সংযোজিত হইতেছে;—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। যাহা হউক, আলোচনায় সকল ভাবই বিশদীকৃত হইবে।

সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং॥

অথ প্রথমাষ্টকে চতুর্থোঽধ্যায় আরভ্যতে। অয়ং বামিতি নবমানুবাকস্য চতুর্থং সূক্তং দশর্চং। অত্রানুক্রান্তং। অয়ং দশং প্রাগাথং ত্রিতি। ঋষশ্চাত্রাদ্যৈরিতি পরিভাষিতত্বাৎ কণ্বপুত্রঃ প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। তথা পূর্ব্বত্রাশ্বিনং ত্রিতুক্তত্বাত্তদাদিপরিভাষয়েদমপি হ্যুক্তমশ্বিদেবতাকং। অনয়ৈব পরিভাষয়েদমুত্তরং চ প্রাগাথং। অতঃ প্রথমাতৃতীয়াভ্যা অনুজো

সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হইল। 'অয়ং বাং' ইত্যাদি নবমানুবাকের এই চতুর্থ সূক্তে দশটি ঋক্ আছে। এ বিষয়ে অনুক্রান্ত আছে; যথা,—'অয়ং দশং প্রাগাথং ত্র' ইতি। কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব এই সূক্তের ঋষি; অন্য ঋষি কর্ত্তৃক এইরূপ পরিভাষিত আছে। পূর্ব্বে অশ্বিদ্বয়ের বিষয় কথিত হইয়াছে বলিয়া এই সূক্তটিও অশ্বিদেবতাত্মক। পরিভাষিত হওয়ায় উত্তর ভাগও সেই প্রাগাথবোধক। এই সূক্তের প্রথম তৃতীয় প্রভৃতি

রেঃ ডক্টর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঋগ্বেদের দুইটী অধ্যায়ের ইংরাজী অনুবাদ করেন; এবং 'বেদ'-বিষয়ে নিবন্ধ (On the Study of the Vedas) লিখিয়াছেন। তিনি বলেন,—আসীরিয়-তাম্রশাসনে 'তুবশু' রাজার নাম আছে; তিনি 'নির্দ্দন'-দেশের অধিপতি। সেই 'তুবশুই' বেদের 'তুর্ব্বশ'। ঋগ্বেদে 'ইষ্টাশ্ব' শব্দ আছে। আসীরিয়ায় 'কুষ্টাস্প' নাম দুই জন। তিনি এই দুইয়ের সাদৃশ্য দেখেন। যাহা হউক, মন্ত্রার্থ-আলোচনার সময়ই এ সকল সূত্রের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। এখানে এতদালোচনা বাহুল্য মাত্র।

বৃহত্যাঃ। দ্বিতীয়া চতুর্থ্যাদ্যা যুজঃ সতো বৃহত্যঃ॥ প্রাতরনুবাক আশ্বিনে ক্রতৌ বার্হতে ছন্দস্যেতৎ সূক্তং। অথাশ্বিন ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ইমা উ স্বময়ং বাং। আ০ ৪।১৫। ইতি আশ্বিন শস্ত্রেঽপ্যেতৎ সূক্তং প্রাতরনুবাকস্যায়েনেত্যভিধিষ্টত্বাৎ॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

প্রথমমণ্ডলস্য নবমেঽনুবাকে সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। আশ্বিনোদেবতাকং। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। অযুজোবৃহতী অযুজঃ সতোবৃহতী ছন্দঃ। প্রাতরনুবাকে আশ্বিনে ক্রতৌ বার্হতে ছন্দসি বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

অয়ং বাং মধুমত্তমঃ সুতঃ সোম ঋতাবৃধা।

তমশ্বিনা পিবতং তিরোঅহ্ন্যং ধত্তং

রত্নানি দাশুষে॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অয়ং। বাং। মধুমতহ্তমঃ। সুতঃ। সোমঃ। ঋতহ্বৃধা।

তং। অশ্বিনা। পিবতং। তিরঃহ্অহ্ন্যং। ধত্তং।

রত্নানি। দাশুষে॥ ১॥

ঋক্ অযুজোবৃহতী ছন্দঃপ্রথিত। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রভৃতি ঋক্ যুজঃ সতোবৃহতী ছন্দোবিশিষ্ট। প্রাতরনুবাকে আশ্বিনে যজ্ঞে বৃহতী ছন্দোবিশিষ্ট এই সূক্ত ব্যবহৃত হয়। 'অথাশ্বিনঃ' খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'ইমা উ স্বময়ং বাং'। আ০ ৪।১৫। ইত্যাদি। প্রাতরনুবাকে অশ্বি-দেবসম্বন্ধীয় যজ্ঞে ইহা ব্যবহৃত হয়। তাহারই এই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতাবৃধা' (সত্যবর্দ্ধকৌ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'মধুমত্তমঃ' (অতিশয়েন মাধুর্য্যবান্, অমৃতোপম ইতি যাবৎ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'অয়ং সোমঃ' (অস্মাকং যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'তিরোঅহ্নং' (হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা নিত্যোৎপন্নং, দিনভবং, স্বতঃসঞ্জাতং) 'তং' (সোমং, সত্ত্বভাবং) 'বাং' (যুবাং) 'পিবতং' (গৃহ্লীতং, তৎসহ যুবয়োঃ সম্মিলনং ভবতু ইতি ভাবঃ); 'দাশুষে' (মাদৃশে প্রার্থনাকারিণে) 'রত্নানি' (পরমার্থরূপাণি ধনানি) 'ধত্তং' (প্রযচ্ছতং)। হে দেবৌ! অস্মাকং স্বতঃসঞ্জাতং সত্ত্বভাবং অভিলক্ষ্য যুবাং অস্মান প্রাপ্য,—অস্মান্ পূর্ণসত্ত্বভাবসম্পন্নান্ কুরুতং ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭সূ—১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সদ্ভাবপরিবর্দ্ধনকারী, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! অমৃতোপম ও বিশুদ্ধ আমাদের যে সত্ত্বভাব, হেলায় শ্রদ্ধায় নিত্যোৎপন্ন (স্বতঃসঞ্জাত) সেই সত্ত্বভাবটুকু আপনারা গ্রহণ করুন এবং মৎসদৃশ প্রার্থনকারীকে পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে, আমাদিগের স্বতঃসঞ্জাত সত্ত্বভাবের সহিত পূর্ণরূপে আপনাদিগের সম্মিলন হউক)। (১ম—৪৭সূ—১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋতাবৃধা। ঋতস্য সত্যস্য যজ্ঞস্য বা বর্দ্ধয়িতারাবশ্বিনা। অশ্বিনৌ বাং যুবয়োরয়ং পুরোবর্ত্তী সোমঃ সুতোঽভিষুতঃ। কীদৃশঃ। মধুমত্তমঃ। অতিশয়েন মাধুর্য্যবান্। তিরোঅহ্নং তিরোভূতে পূর্ব্বস্মিন্দিনেঽভিষুতং তং সোমং পিবতং। দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় রত্নানি রমণীয়ানি ধনানি ধত্তং। প্রযচ্ছতং॥

বাং। যুষ্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থীদ্বিতীয়াস্থয়োর্ব্বানावौ। পা০ ৮।১।২০। ইতি ষষ্ঠীদ্বিবচনস্য বাদেশঃ। স চানুদাত্তঃ। মধুমত্তমঃ। মন জ্ঞানে। মন্যত ইতি মধু। কলিপাটিন-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋতের অর্থাৎ সত্যের বা যজ্ঞের বর্দ্ধনকারক অশ্বিদেবদ্বয়! আপনাদের উভয়ের সম্মুখবর্ত্তী এই সোম অভিষুত হইয়া আছে। এই সোম কিরূপ? 'মধুমত্তমঃ' অর্থাৎ অতিশয় মাধুর্য্যবান্। 'তিরোঅহ্নং'—তিরোভূত অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের অভিষুত। এই সোম আপনারা উভয়ে পান করুন। হবির্দ্দাতা যজমানকে রমণীয় ধনসমূহ প্রদান করুন।

বাং। 'যুষ্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থী দ্বিতীয়াস্থয়োর্ব্বানावौ' (পা০ ৮।১।২০) এই নিয়মে ষষ্ঠীর দ্বিবচনে 'বাং' আদেশ হইয়াছে। ইহা অনুদাত্ত। মধুমত্তমঃ। জ্ঞানার্থক মন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'মন্যত ইতি মধুঃ' এই বাক্যে এই পদ হইয়াছে। 'কলিপাটিনমি' ইত্যাদি নিয়মে 'নঃ'

মীত্যাদিনা প্রত্যয়ঃ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং। ধকারশ্চান্তাদেশঃ। অতিশয়েন মধুমান্ মধুমত্তমঃ। মতুপ্তমপোঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে পদস্বর এব শিষ্যতে। ঋতাবৃধা। বৃধেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্চেতি ক্বিপ্। অন্তেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। তিরোঅহ্ন্যং। অহনি ভবোঽহ্ন্যঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ। অহ্নষ্টখারেবেতি নিয়মান্নস্তদ্ধিত ইতি টিলোপাভাবঃ। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্পান্ত ইতি বচনাত্তে চাভাব কর্ম্মণোঃ। পা০ ৬।৪।১৬৮। ইতি প্রকৃতিভাবাভাবেঽল্লোপোঽন ইত্যকারলোপঃ। তিরোহিতোঽহ্নাত্তিরোঅহ্ন্যঃ। তিরোঽন্তর্দ্ধৌ। পা০ ১।৪।৭১। ইতি গতিত্বেন নিপাতত্বাদব্যয়ত্বে প্রাদিসমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। দাশুষে। দাশ্বান্ সাহ্বানিত্যাদিনা কসু প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। চতুর্থ্যেকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং॥ শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং॥ (১ম—৪৭সূ—১ঋ)॥

প্রথম (৫৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে দেবদ্বয়! মধুর ন্যায় আস্বাদবিশিষ্ট, বিশুদ্ধ সোমরস-রূপ এই মাদক দ্রব্য আপনাদের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। কল্য হইতে প্রস্তুত (অর্থাৎ বাসি) এই রস আপনারা পান করুন; আর এই যজমানকে ধনরত্নাদি দান করুন।' *

প্রত্যয় হইয়াছে। নিদিত্যনুবৃত্তিহেতু আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। ধ-কারে অন্তাদেশ হয়। 'অতিশয়েনমধুমান্' এই বাক্যে 'মধুমত্তমঃ' হইয়াছে। 'মতুপ্ তমপোঃ'—নিয়মে 'প' ও 'ইতের' অনুদাত্ত হেতু পদের স্বর এইরূপ হইয়াছে। ঋতাবৃধা। 'বৃধেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ' এই নিয়মে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অন্তেষামপি দৃশ্যতঃ' নিয়মে দীর্ঘত্ব হইল। তিরোঅহ্ন্যং। 'অহনি ভব' এই বাক্যে 'অহ্ন্যঃ' পদ হইয়াছে। 'ভবে ছন্দসি' এই নিয়মে 'যৎ' হইয়াছে। 'অহ্নষ্টখারেবেতি নিঃমান্নস্তদ্ধিতঃ' সূত্রানুসারে 'টি' লোপের অভাব ঘটিয়াছে। 'সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' এই বচন-হেতু, "যে চাভাবকর্ম্মণোঃ" এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে (পা০ ৬।৪।১৬৮) প্রকৃতিভাবের অভাব হওয়ায়, "অল্লোপোঽনঃ" এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ হইয়াছে। 'তিরোহিতঃ অহ্নাঃ' এই বাক্যে এই পদ হইয়াছে। 'তিরোঽন্তর্দ্ধৌ' (পা০ ১।৪।৭১) এই নিয়মে 'তিরোঅহ্ন্যং' পদ সাধিত হইয়াছে। এইরূপে নিপাতহেতু অব্যয় হইল। প্রাদিসমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বযোধক। দাশুষে। 'দাশ্বান্ সাহ্বান্' নিয়মে 'কসু' প্রত্যয় করিয়া নিপাতিত করা হইয়াছে। 'চতুর্থ্যেকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণং' সূত্রানুযায়ী সম্প্রসারণ হইয়াছে। 'শাসিবসিঘসীনাং চ' এই নিয়মে 'ষত্বং' হইয়াছে। (১ম—৪৭সূ—১ঋ)।

---

* এক সোম, তায় "তিরোঅহ্ন্যং"; সুতরাং সোণায় সোহাগা সংযোগ হইয়াছে। লতার রস বাসী হইলে, বিশেষরূপ মাদকতা-গুণবিশিষ্ট হয়; এই সিদ্ধান্তই এখানে সাধারণতঃ আসে। সুতরাং অর্থও ঐরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করুন। যে পদের যে প্রতিবাক্য আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই সকল পদের তদ্রূপ অর্থের কারণ-পরম্পরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। তৎসমুদয়ের পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। এই মন্ত্রে "অয়ং সোমঃ" বাক্যে 'স্বতঃসঞ্জাত সত্ত্বভাবের' বিষয়ই প্রখ্যাত হইয়াছে। 'অয়ং' পদে তৎপ্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। 'মধুমত্তমঃ' এবং 'সুতঃ' পদদ্বয়ে সেই সত্ত্বভাবকুটুর স্বরূপ পরিব্যক্ত রহিয়াছে। যে সত্ত্বভাব—সতঃসঞ্জাত (তিরো অহ্ন্যং), * যে সত্ত্বভাব ভগবদনুকম্পায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সত্যই 'মধুমত্তমঃ'—অমৃতোপম; তাহা সত্যই 'সুতঃ'—অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র। 'অয়ং' সেই পদ বিশিষ্টতা-নির্দ্দেশবাচক। ঐ পদে সেই স্বতঃসঞ্জাত সত্ত্বভাবের প্রতি লক্ষ্য আকর্ষণ করিতেছে। †

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব আসে,—'হে অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়! দেহের জ্বালায়, অন্তরের জ্বালায়, আমরা জর্জ্জরীভূত। আপনাদিগের অনুগ্রহ লাভের উপযোগী কোনও কর্ম্মানুষ্ঠানই আমরা করিতে পারি নাই। ভরসা একমাত্র—সেই 'তিরোঅহ্ন্যং সোমং'—ভগবৎকৃপায়-প্রাপ্ত, হেলায়-শ্রদ্ধায়-সঞ্জাত সেই সত্ত্বভাবটুকু। সেই সত্ত্বভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া আপনারা আমাদিগের নিকট আগমন করুন; আর আমাদিগের অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি নাশ করিয়া আমাদিগকে পরমার্থ-প্রাপ্তি-রূপ ব্যাধিশূন্য স্বাস্থ্য অবস্থায় লইয়া যাউন।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এবম্বিধ অনুগ্রহ-প্রার্থনার ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। (১ম—৪৭সূ—১ঋ)

* "তিরো অহ্ন্যং" পদের এই অর্থই পূর্ব্বে পঞ্চত্রিংশৎ-সূক্তের দশম ঋকের ব্যাখ্যায় (২২৫৮—২২৬২ পৃষ্ঠা দেখুন) প্রকাশ করিয়াছি। ঐ পদে সেই একই ভাবমূলক আরও এক অর্থ গ্রহণ করা যায়। সে অর্থে—'অহ্নং' পদে 'দিনকৃতপাপং' এবং 'তিরঃ' পদে 'গতঃ' এই ভাব আসে। তাহাতে যদ্দ্বারা "দিনকৃত পাপ নাশপ্রাপ্ত হয়" সেই সোমকে (সত্ত্বভাবকে বা ভক্তিকে) বুঝাইতে পারে। এক পক্ষে, সেও ভগবৎ-প্রদত্ত স্বতঃসঞ্জাত।

† এখানকার ন্যায় "অয়ং সোমঃ" পদই পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তের দশম ঋকেও দৃষ্ট হইবে।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা সুপেশসা

রথেনা যাতমশ্বিনা।

কণ্বাসো বাং ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত্যধ্বরে তেষাং

সু শৃণুতং হবং ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্রিহবন্ধুরেণ। ত্রিহবৃতা। সুহপেশসা।

রথেন। আ। যাতং। অশ্বিনা।

কণ্বাসঃ। বাং। ব্রহ্ম। কৃণ্বন্তি। অধ্বরে। তেষাং।

সু। শৃণুতং। হবং ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'ত্রিবন্ধুরেণ' (আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক-আধিভৌতিক-ত্রিবিধদুঃখরূপ-বন্ধনযুতেন, যদ্বা—বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা-ত্রিধাতু-সম্বন্ধ-বিশিষ্টেন, যদ্বা—ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতেন সুখেন) 'ত্রিবৃতা' (সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণসাম্যসাধন-ভূতেন, যদ্বা—ত্রিধাতুসাম্যভূতেন, যদ্বা—ত্রিলোকব্যাপকেন) 'সুপেশসা' (সুষ্ঠুভাব-প্রাপ্তেন, সত্ত্বভাবপ্রাপ্তেন) 'রথেন' (অস্মদীয়কর্ম্মরূপযানেন) যুবাং 'আ-যাতং' (আগচ্ছতং); হে দেবৌ! অস্মদীয়ানুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি যুবয়োরাগমনোপযোগীনি ভবন্তু;

তৈঃ যুবাং অস্মান্ প্রাপয়তং; ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। 'কণ্বাসঃ' (অকিঞ্চনাঃ—বয়মিতি যাবৎ, যদ্বা—মেধাবিনঃ) 'অধ্বরে' (যাগাদিসৎকর্ম্মণি) 'বাং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধী) 'ব্রহ্ম' (স্তোত্ররূপং মন্ত্রং) 'কৃণ্বন্তি' (কুর্ব্বন্তি, উচ্চারয়ন্তি); 'তেষাং' (আহ্বানকারিণাং—অস্মদীয়ানাং ইতি যাবৎ) 'হবং' (আহ্বানং) 'সু শৃণুতং' (আদরেণ গৃহ্ণীতং)। অস্মাসু সৎকর্ম্মসম্পাদনসামর্থ্যং ন বিদ্যতে; সম্বলো মাত্র অয়ং স্তোত্রমন্ত্রঃ; তদুপলক্ষ্য অস্মভ্যং কৃপাপরৌ ভবতং। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭সূ—২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্ব্যাধি বহির্ব্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক-আধিভৌতিক-ত্রিবিধ-দুঃখরূপ বন্ধনযুক্ত (অথবা—বায়ু-পিত্ত-কফ-ত্রিধাতু-সম্বন্ধবিশিষ্ট) সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-ত্রিগুণসাম্যসাধনভূত (অথবা—ত্রিধাতুসাম্যভূত, অথবা—ত্রিলোকব্যাপী) সুষ্ঠু-অবস্থা-প্রাপ্ত (আমাদিগের) কর্ম্মরূপ-যানে আপনারা আগমন করুন; (ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ আপনাদিগের আগমনোপযোগী হউক; আমাদিগের সেই কর্ম্মসমূহ দ্বারা আপনারা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন;—এই প্রার্থনা।')। অকিঞ্চন আমরা (অথবা—মেধাবিগণ) যাগাদি সৎকর্ম্মে আপনাদিগের সম্বন্ধী স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি (করেন); প্রার্থনাকারীদিগের (আমাদিগের) সেই আহ্বান আদরে গ্রহণ করেন (করুন)। (ভাব এই যে,—আমাদিগের মধ্যে আদৌ সৎকর্ম্ম-সম্পাদন-সামর্থ্য নাই; সম্বল মাত্র এই স্তোত্রমন্ত্র; তাহাই উপলক্ষ করিয়া, আমাদিগের প্রতি কৃপাপরায়ণ হউন, এই প্রার্থনা।)॥ (১ম—৪৭সূ—২ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা ত্রিবন্ধুরেণোন্নতানতরূপত্রিবিধবন্ধনকাষ্ঠযুক্তেন ত্রিবৃতাপ্রতিহতগতিভূতা লোকত্রয়ে বর্ত্তমানেন সুপেশসা শোভনসুবর্ণযুক্তেন রথেনাগতং। ইহাগচ্ছতং। কণ্বাস।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! উন্নত ও অনতরূপ ত্রিবিধবন্ধনকাষ্ঠবিশিষ্ট এবং অপ্রতিহতগতিপ্রযুক্ত লোকত্রয়ে বিদ্যমান্ সুন্দর সুবর্ণযুক্ত রথে (আপনারা) এইস্থানে আগমন করুন। কণ্বপুত্র,

কণ্বপুত্রা মেধাবিন ঋত্বিজো বাং যুবয়োরধ্বরে যাগে ব্রহ্ম স্তোত্ররূপং মন্ত্রং হবির্লক্ষণমন্নং বা কৃণ্বন্তি। কুর্বন্তি। তেষাং কণ্বানাং হবমাহ্বানং সু শৃণুতং। সুষ্ঠ্বাদরেণ শৃণুতং॥

ত্রিবন্ধুরেণ। বধ্নীতি বন্ধুরাঃ। বন্ধেরৌণাদিক উরন্-প্রত্যয়ঃ। ত্রয়ো বন্ধুরা যস্যাসৌ ত্রিবন্ধুরঃ। ত্রিচক্রাদিষু পাঠাৎ ত্রিচক্রাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। ত্রিবৃতা। ত্রিষু লোকেষু বর্ত্তত ইতি ত্রিবৃৎ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। সুপেশসা। পেষ ইতি হিরণ্যনাম। শোভনং পেষো যস্যাসৌ সুপেশাঃ। আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। শৃণুতং। শ্রুবঃ শৃ চেতি শ্নুঃ। তৎসন্নিয়োগেন ধাতোঃ শৃভাবশ্চ। হবং। হ্বয়তের্ভাবেঽনুপসর্গস্যেত্যপ্। সম্প্রসারণঞ্চ গুণবাদেশৌ। প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ॥ ২॥

দ্বিতীয় (৫৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ চলিয়া আসিতেছে, সায়ণের ভাষ্যেই তাহার আভাষ পাওয়া যাইবে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের একখানি রথ বা গাড়ী আছে। সেই রথ বা গাড়ীখানি—ত্রিবন্ধুর অর্থাৎ তিনখানি কাঠের বন্ধনবিশিষ্ট। তাহাতে কতকটা গরুর গাড়ীর আকৃতি-সম্পন্ন—এই ভাব মনে আসিতে পারে। তার পর বলা হইয়াছে—তাহা 'ত্রিবৃতা' অর্থাৎ তিন-কোণ-বিশিষ্ট। ইহাতেও অস্মদ্দেশ-প্রচলিত গরুর গাড়ীর

মেধাবী ঋত্বিক্‌গণ তবৎসম্বন্ধি যাগে স্তোত্ররূপ মন্ত্রসমূহকে অথবা হবির্লক্ষণযুক্ত অন্নসমূহকে (প্রস্তুত) করিয়াছেন। সেই ঋত্বিক-গণের আহ্বান আদরের সহিত শ্রবণ করুন।

ত্রিবন্ধুরেণ। বন্ধন করেন—এই অর্থে 'বন্ধুরাঃ' হইয়াছে। 'বন্ধ' ধাতুর উরন্ ঔণাদিক 'উরন্' প্রত্যয় হইয়াছে। তিনটী বন্ধুরা অর্থাৎ বন্ধন হইয়াছে যাহার—এই বাক্যে 'ত্রিবন্ধুরঃ' পদটী নিষ্পন্ন হয়। ত্রিচক্রাদি বিষয়ে পাঠ-হেতু 'ত্রিচক্রাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানং' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ত্রিবৃতা। তিনটী লোকে যাহা বিদ্যমান্ আছে—এই বাক্যে 'ত্রিবৃৎ' হইয়াছে। 'ক্বিপ্ চেতি' সূত্রানুসারে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। সুপেশসা। 'পেষ' ইহা হিরণ্যের নাম। সুন্দর 'পেষঃ' হইয়াছে যাহার—এই বাক্যে 'সুপেশাঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শৃণুতং। 'শ্রুবঃ শৃ চেতি' সূত্রানুসারে 'শ্নুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। তাহার সন্নিয়োগ-হেতু ধাতুর শৃভাব হইয়াছে। হবং। 'হ্বয়তের্ভাবেঽনুপসর্গস্য' এই সূত্রানুসারে 'অপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। সম্প্রসারণ 'গুণ' এবং 'ব' আদেশ হইয়াছে। প্রত্যয়ের 'প' ইৎ হেতু অনুদাত্ত বিষয়ে ধাতুস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। (১ম—৪৭সূ—২ঋ)।

ভাবই মনে আসে। তার পর বলা হইয়াছে—'সুপেশসা'। ইহাতে সেই গাড়ীখানি সুন্দররূপে স্বর্ণাভ বস্ত্রাদি দ্বারা মণ্ডিত বা সজ্জিত ছিল বলা যাইতে পারে। গরুর গাড়ীতে টোপর বাঁধিয়া ভাল কাপড়-চোপড় দিয়া ঢাকিয়া লইলে যে ভাব আসে, এখানে সেই ভাবটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যায়। এ পক্ষে মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ এই যে,—'ঐরূপ গাড়ীতে চড়িয়া তোমরা আগমন কর।' শেষাংশের মর্ম্ম,—'কণ্বপুত্রেরা যজ্ঞে তোমাদিগের সম্বন্ধী মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন; তোমরা সাদরে তাহা শ্রবণ কর।' এখানে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ঋগ্বেদের সময়ের শকটের (রথের বা যানের) একটা পরিচয় পাইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, এই মন্ত্র কোন্ জন্ কর্ত্তৃক কখন্ উচ্চারিত হইতেছে, তাহারও একটা কল্পনা করা যাইতে পারে। সে পক্ষে একটা ভাব আসে, কণ্ববংশীয় ঋত্বিক্‌গণকে পূজায় বসাইয়া দিয়া, যজমান যেন স্বতন্ত্রভাবে দেবদ্বয়কে বলিতেছেন,—'আসুন, কণ্বপুত্রেরা যখন ডাকিতেছেন, তখন প্রার্থনা শুনুন।' ফলতঃ, এতদর্থে, এক জনের দোহাই দেওয়া ভিন্ন অন্য ভাব আসে না। পরন্তু কণ্ববংশীয়গণ যে সময় পৌরহিত্য করিতেন, সেই সময় কেহ (প্রস্কণ্বই হউন না কেন) এই মন্ত্র রচনা করিয়া দেবদ্বয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন—মনে আসে।

অতঃপর আমাদিগের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। সে পক্ষে প্রধানতঃ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা অনুসরণীয়। আর, অনুসরণীয়—কয়েকটী পদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। 'ত্রিবন্ধুরেণ'—এই পদের মধ্যে তিনটী কাষ্ঠের সম্বন্ধ কেন টানিয়া আনি? কাষ্ঠবাচক এমন কি উপাদান ঐ পদে বিদ্যমান্ আছে—যদ্দ্বারা কাষ্ঠের সম্বন্ধ-সূচনায় আমরা প্রলুব্ধ হইব? কিছুই না। পরন্তু ঐখানে ত্রিবিধ বন্ধনের বিষয় প্রখ্যাত দেখি। আর, তাহা হইতেই, ত্রিবিধ বন্ধন কি—তাহা বুঝিতে পারি। ত্রিবিধ বন্ধন বলিলে, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ বন্ধনকেই বুঝাইয়া থাকে। অথবা, বায়ু-পিত্ত-কফ—এই ত্রিধাতুর সম্বন্ধ-বন্ধনযুক্ত দেহকেও বুঝাইতে পারে। পক্ষান্তরে এই 'ত্রিবন্ধুরেণ' পদে সমভাব-প্রকাশক আর এক অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। তদনুসারে প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি—"ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতেন সুখেন।" ভাব এই যে, যে কার্য্যে ত্রিগুণসাম্যজনিত সুখ (পরম সুখ) প্রাপ্ত হওয়া

যায়। এই ভাবের অর্থই পূর্ব্বে এক স্থলে (চতুস্ত্রিংশৎ সূক্তের নবম ঋকের "ত্রয়ো বন্ধুরঃ" পদদ্বয়ের অর্থ উপলক্ষে) গ্রহণ করিয়াছি। এখানেও সে ভাব অসঙ্গত হয় না। তার পর, দেখুন, 'ত্রিবৃতা' পদ। এই পদের বিষয়ও পূর্ব্বে (এই মণ্ডলেরই চৌত্রিশ সূক্তের নবম ও দ্বাদশ ঋকের ব্যাখ্যায়) * আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে ঐ পদে ত্রিগুণ-সাম্যের বা ত্রিধাতু-সাম্যের বা ত্রিলোক-ব্যাপ্তির ভাব পাওয়া যায়। পরন্তু 'রথের' এই 'ত্রিবন্ধুরেণ' ও 'ত্রিবৃতা' বিশেষণে আধ্যাত্মিক অবস্থার বিষয়ই দ্যোতনা করিতেছে। ইহাই আমাদিগের অভিমত। † 'সুপেশসা' পদে সুষ্ঠু ভাব বা সুষ্ঠু অবস্থা প্রাপ্তির বিষয় দ্যোতনা করে। এইরূপে 'ত্রিবন্ধুরেণ' 'ত্রিবৃতা' ও 'সুপেশসা'—এই তিনটী বিশেষণের বিশেষত্ব উপলব্ধ হইলেই, সেই দেবদ্বয়ের আগমনের উপযোগী রথখানি যে কেমন—তাহা অল্পায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। এখানে আমাদিগের কর্ম্ম-রূপ যানকেই 'রথ' বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেও (১ম—৩৪সূ—৯ঋ ও ১০ঋ) এই রথের স্বরূপ বিবৃত করিয়াছি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রাংশে কি বলা হইয়াছে, তাহা অবশ্যই বুঝা যায়। বলা হইয়াছে—'আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারাই আপনারা আমাদিগের মধ্যে আগমন করুন।' সে কর্ম্ম কেমন? তাহারই নিদর্শন—ঐ বিশেষণ-কয়েকটী। কর্ম্মমাত্রই সাধারণতঃ বন্ধন-কারণ। তাই বলা হইয়াছে—'ত্রিবন্ধুরেণ।' কর্ম্মমাত্রই সাধারণতঃ সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণাত্মক; কর্ম্ম-মাত্রই সাধারণতঃ ত্রিধাতুসাম্যসাধনভূত এই দেহাত্মক। তাই বলা হইয়াছে—'ত্রিবৃতা।' সে তো কর্ম্ম আছেই! কর্ম্মের সে সম্বন্ধ তো অলঙ্ঘ্য বটেই। কিন্তু কেবল সে কর্ম্মের মধ্য দিয়া তো দেবতার আগমন সম্ভবপর নয়? কেবল সে কর্ম্মে তো ভগবানকে পাওয়া যায় না? তাই

* মৎসম্পাদিত "ঋগ্বেদ-সংহিতার" ১৭৪০—১৭৪৫ এবং ১৭৫৮—১৭৬২ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় 'ত্রিবৃত' ও 'ত্রিবৃতা' পদের অর্থ লক্ষ্য করুন।

† সায়ণের অর্থ—সেখান হইতে এখানে একটু অন্যরূপ দেখিতে পাই। সেখানে তিনি রথের উপর উপবেশনযোগ্য যে স্থান তাহারই আধারভূত কাষ্ঠত্রয়ের বন্ধন (অক্ষ ও ঈষাদ্বয়ের বন্ধনকে) লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এখানে তিনি 'উন্নতানতরূপ ত্রিবিধ বন্ধন' অর্থ গ্রহণ করেন। 'ত্রিবৃৎ' পদে সেখানে 'ত্রিকোণ' এবং এখানে তিনি 'ত্রিলোক গমনশীল' ভাব লইয়াছেন।

দেখি—আর একটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইল? বলা হইল—'সুপেশসা'। কর্ম্মটী সুষ্ঠু ভাব সদ্ভাব প্রাপ্ত হউক। এখন, বিবেচনা করিয়া দেখুন,—কর্ম্ম সুষ্ঠু ভাব বা সদ্ভাব প্রাপ্ত হয় কখন? যখন কর্ম্মফল ভগবানে অর্পিত হয়—কর্ম্ম যখন নিষ্কামকর্ম্ম মধ্যে গণ্য হয়। সে পক্ষে মন্ত্রের প্রথমাংশের ('অশ্বিনা ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা সুপেশসা আ-যাতং'—এই মন্ত্রাংশের) প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবদ্বয়! বন্ধনমূলক জন্মহেতুভূত আমাদিগের এই কর্ম্মকে, নিষ্কামকর্ম্ম-রূপে পরিচালিত করিয়া লইয়া, সেই কর্ম্ম মধ্যে আপনারা বিরাজমান্ হউন।' তাহাই মোক্ষ।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। ঐ অংশকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। 'কণ্বাসঃ' পদে 'কণ্বপুত্রগণ' অর্থ আমরা গ্রহণ করি না। আমরা যে মূঢ়, আমরা যে বিভ্রান্ত, আমরা যে অকিঞ্চন, ঐ পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। সে পক্ষে মন্ত্রাংশের ('কণ্বাসঃ অধ্বরে বাং ব্রহ্ম কৃণ্বন্তি'—বাক্যের) মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আমাদিগের আর কোনই সম্বল নাই; না আছে—জ্ঞান, না আছে—ভক্তি, না আছে—কর্ম্মসামর্থ্য; এখন সম্বল মাত্র—এই মন্ত্রোচ্চারণ। কোনরূপে এই মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছি। 'তেষাং হবং সু শৃণুতং'—সেই মন্ত্র মাত্র উপলক্ষ্য করিয়া, আপনারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।' আমাদিগের মনে হয়, এই মন্ত্র এই ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। আর্ত্ত, ব্যথিত, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-প্রপীড়িত নরনারী—যে যেখানে আছ, এই মন্ত্রে সকল কালে সকল সময়ে সেই আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে আহ্বান করিতে প্রবুদ্ধ হও। ইহাই এই মন্ত্রের প্রধান উপদেশ বলিয়া মনে করি। * (১ম—৪৭সূ—২ঋ)॥

---

* 'কণ্বাসঃ' পদে 'কণ্বপুত্রগণ' বা 'মেধাবিগণ' অর্থ গ্রহণ করিলেও, অন্তর্দিক দিয়া এই ভাবই উপলব্ধ হইতে পারে। 'কণ্বপুত্রগণ' অর্থ ধরিলে, কালচক্রে আত্মারূপে তাঁহাদের চিরবিদ্যমানতা (অমরত্ব) স্বীকার করিতে হয়। (এ বিষয়ের আলোচনা ৩৬ সূক্তের ১৮ ঋকের ব্যাখ্যায় দেখুন)। আর, মেধাবিগণ অর্থ স্বীকার করিলে, ভাব হয়,—'মেধাবিগণ মন্ত্রোচ্চারণে আপনাদের উপাসনা করেন এবং তাঁহাদের প্রার্থনা আপনারা শ্রবণ করিয়া থাকেন।' এ পক্ষে মন্ত্রের শেষাংশটুকু দেবদ্বয়ের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক মাত্র হয়। তদ্ব্যতীত টানিয়া বুনিয়া প্রার্থনার ভাব আনা যায়,—'আমরা যেন তাঁহাদিগের মত হইতে পারি।'

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অশ্বিনা মধুমত্তমং পাতং সোমমৃতাবৃধা।

অথাদ্য দস্রা বসু বিভ্রতা রথে

দাশ্বাংসমুপ গচ্ছতং ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্বিনা। মধুমৎহতমং। পাতং। সোমং। ঋতহবৃধা।

অথ। অদ্য। দস্রা। বসু। বিভ্রতা। রথে।

দাশ্বাংসং। উপ। গচ্ছতং ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতাবৃধা' (সত্ত্বভাবপ্রবর্দ্ধকৌ) 'অশ্বিনা' (হে দেবৌ) যুবাং মধুমত্তমং' (অতিশয়েন মাধুর্য্যবন্তং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'পাতং' (রক্ষতং—অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ); 'অথ' (অস্মাকং হৃদি সত্ত্বভাবরক্ষণানন্তরং) 'দস্রা' (আধিব্যাধিনাশকৌ, রিপুবিমর্দ্দকৌ, যদ্বা,—পাপপুণ্যকর্ম্মদ্রষ্টারৌ) 'বসু বিভ্রতা' (পরমং ধনং ধারয়ন্তৌ, হে দেবৌ) 'রথে' (অস্মাকং হৃদয়ে, যদ্বা—কর্ম্মরূপযানে) 'অদ্য' (নিত্যং—আগচ্ছন্তৌ ইতি যাবৎ) 'দাশ্বাংসং' (অর্চ্চনাকারিণং—মাং ইতি যাবৎ) 'উপ গচ্ছতং' (সর্ব্বথা প্রাপ্নুতং)। হে দেবৌ! মাং সত্ত্বভাবসম্পন্নং কৃত্বা তৎসহ যুবাং সম্মিলিতৌ ভবতং। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪৭সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বভাবপ্রবর্দ্ধক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা আমার হৃদয়ে অতিশয় মাধুর্য্যবন্ত সত্ত্বভাবকে রক্ষা করুন; তার পর, সেই সত্ত্বভাব রক্ষণানন্তর, হে রিপুনাশক (অথবা—হে আমার পাপপুণ্যকর্ম্মদ্রষ্টা) পরমধনধারণকারী

দেবদ্বয়, আমার হৃদয়ে (অথবা—কর্ম্মরূপ-যানে) নিত্যকাল আগমন করিয়া [illegible] অর্চ্চনাকারী আমাকে সর্ব্বদা প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয় ! আমাকে সত্ত্বভাবসমন্বিত করিয়া তৎসহ আপনারা সম্মিলিত হউন।) ॥ (১ম—৪৭সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋতাবৃধা যজ্ঞস্য বর্দ্ধকাবশ্বিনৌ মধুমত্তমং সোমং পাতং পিবতং। হে দস্রা! অশ্বিনৌ সোমপানায়মথাস্মদাহ্বানানন্তরমদ্যাস্মদ্দনে রথে স্বকীয়ে বসু বিভ্রতা। অস্মদুপযুক্তং ধনং ধারয়ন্তৌ দাশ্বাংসং হবিঃপ্রদং যজমানমুপগচ্ছতং। সমীপে প্রাপ্নুতং॥

বিভ্রতা। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। শতরি জুহোত্যাদিত্বাচ্ছপঃ শ্লুঃ। ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। শতুর্ঙিত্বাদগুণাভাবে যণাদেশঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ ৩॥

তৃতীয় (৩৫৮)ঋকের বিশদার্থ।

সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করা হইতেছে,—ইহাই এই মন্ত্রের সাধারণ প্রচলিত অর্থ।

কিন্তু আমাদের প্রবর্ত্তিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—এখানে হৃদয়ে সত্ত্বভাব-পরিবৃদ্ধির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে এবং তৎসহ দেবদ্বয়ের সম্মিলন-প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

যে পদে যে অর্থ পূর্ব্বাপর আমরা পরিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই পদে সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। কেবল 'পাতং' পদে 'পিবতং' প্রতিবাক্য গ্রহণ না করিয়া 'রক্ষতং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হইয়াছে। 'পিবতং' প্রতিবাক্য রাখিলেও চলিত। তবে তাহাতে "সোমং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে যজ্ঞবর্দ্ধক অশ্বিদ্বয়! আপনারা মধু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সোম পান করুন। হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সোমপানার্থ আহ্বানানন্তর এই দিবসে স্বকীয় রথে ধন ধারণ করুন। আমাদিগের উপযুক্ত ধন লইয়া আপনারা যজমানের সমীপে উপগত হউন।

বিভ্রতা। ধারণ ও পোষণার্থ 'ভৃঞ্' (ভৃ) ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয়; জুহোত্যাদি হেতু শপের স্থানে 'শ্লুঃ' হইয়াছে। 'ভৃঞামিৎ' সূত্রানুসারে অভ্যাসের স্থানে 'ই' হইয়াছে। শতৃ-প্রত্যয়ের ঙিত্ব হেতু গুণাভাব-প্রযুক্ত 'যণ্' আদেশ হইয়াছে। 'অভ্যস্তানাং' ইত্যাদি রীতি অনুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪৭সূ-৩ঋ)॥

মধুমত্তমং কৃত্বা" এইরূপ অন্বয় করিলে, ভাবের বেশ সঙ্গতি থাকিত। অর্থাৎ, বলা হইত,—'আমাদিগের সত্ত্বভাবকে অথবা ভক্তিকে অতিশয় মাধুর্য্যবন্ত করিয়া লইয়া, আপনারা তাহা পান করুন।' যাহা হউক, ভাবপক্ষে উভয় অর্থই অভিন্নভাবদ্যোতক। ফলতঃ, এ মন্ত্রের প্রার্থনা দেব-সম্মিলন-আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞাপক। প্রার্থনা—'সত্ত্বভাব প্রদান করিয়া তৎসহ সম্মিলিত হউন।' ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—৮৭সূ—৩ঋ)॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ত্রিবন্ধুরে বর্হিষি বিশ্ববেদসা মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষতং।

কণ্বাসো বাং সুতসোমা অভিদ্যবো যুবাং

হবন্তে অশ্বিনা॥ ৪॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্রিঽবন্ধুরে। বর্হিষি। বিশ্বঽবেদসা। মধ্বা। যজ্ঞং। মিমিক্ষতং।

কণ্বাসঃ। বাং। সুতঽসোমাঃ। অভিঽদ্যবঃ। যুবাং।

হবন্তে। অশ্বিনা॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বিশ্ববেদসা' (সর্ব্বজ্ঞানবন্তৌ হে দেবৌ) 'ত্রিবন্ধুরে' (ত্রিগুণসামাভূতবন্তৌ) 'বর্হিষি' (হৃৎপ্রদেশে—আগত্য ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞং' (যাগাদিসৎকর্ম্ম) 'মধ্বা' (মাধুর্য্যরসেন) 'মিমিক্ষতং' (সিঞ্চিতং), হে দেবৌ! সেচনেন যথা বৃক্ষাদ্যঙ্কুরোদ্গমো ভবতি, তদ্বৎ স্নেহরসাভিসেকেন

সৎকর্ম্ম পরিবর্দ্ধয়তং। 'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'কণ্বাসঃ' (মাদৃশাঃ অকিঞ্চনাঃ জনাঃ, যদ্বা—মেধাবিনঃ) 'যুবাং' (উভৌ) 'হবন্তে' (আহ্বয়ন্তি); তে 'সুত-সোমাঃ' (বিশুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিতাঃ) 'অভিত্তবঃ' (দীপ্তিসম্পন্নাঃ, সৎকর্ম্মসম্পাদনেন তেজস্বিনঃ) ভবন্তু (যদ্বা—ভবন্তি)—যুবয়োরনুকম্পয়া ইতি শেষঃ; অকিঞ্চনানাং অস্মাকং আহ্বানাং শ্রুত্বা অস্মান্ সত্ত্বভাবসম্পন্নান্ কুরুতং—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭—৪ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজ্ঞ হে দেবদ্বয়! ত্রিগুণসাম্যভূত হৃৎপ্রদেশে আগমন-পূর্ব্বক যাগাদি সৎকর্ম্মকে মাধুর্য্যরসে সিঞ্চিত করুন; (ভাব এই যে, সেচনাদির দ্বারা বৃক্ষ হইতে যেরূপ অঙ্কুরোদ্গম হয়, সেইরূপ আপনাদিগের স্নেহ-রসাভিষেকে আমাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হউক); আধিব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! এই অকিঞ্চন জনগণ (অথবা—মেধাবিগণ) আপনা-দিগের উভয়কে আহ্বান করিতেছে; তাহারা (অথবা—তাঁহারা) বিশুদ্ধ-সত্ত্বভাবসমন্বিত এবং দীপ্তিসম্পন্ন (সৎকর্ম্মসাধনে তেজস্বী) হউক (অথবা—হয়েন); (প্রার্থনার ভাব এই যে, অকিঞ্চন আমাদিগের আহ্বান শুনিয়া আপনারা আমাদিগকে সত্ত্বভাবসম্পন্ন করুন)। (১ম—৪৭সূ—৪ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বিশ্ববেদসা সর্ব্বজ্ঞাবশ্বিনৌ ত্রিষধস্থে কক্ষ্যাত্রয়রূপেণাস্তীর্ণত্রয়ে ত্রিষু স্থানেষ্ববস্থিতে বর্হিষি দর্ভে স্থিত্বা মধ্বা মধুরেণ রসেন যজ্ঞং নিসিঞ্চতং। সেক্তুমিচ্ছতং। হে অশ্বিনা বাং যুষ্মদর্থে সুতসোমা অভিষুতসোমযুক্তা অভিত্তবোঽভিগতদীপ্তয়ঃ কণ্বাসো যুবামুভৌ হবন্তে। আহ্বয়ন্তে॥

ত্রিষধস্থ। ত্রিষু স্থানেষু সহ তিষ্ঠতীতি ত্রিষধস্থং বর্হিঃ। সুপি স্থ ইতি কপ্রত্যয়ঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসীতি সহশব্দস্য সধাদেশঃ। মধ্বা।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সর্ব্বজ্ঞ অশ্বিদ্বয়! আপনারা কক্ষ্যাত্রয়রূপে আস্তীর্ণতা-প্রযুক্ত তিনটী স্থানে অবস্থিত কুশোপরি স্থিত হইয়া মধুর রস দ্বারা যজ্ঞকে সেচন করুন। হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের নিমিত্ত অভিষুত সোমযুক্ত এবং অভিগতদীপ্তিবিশিষ্ট যজমানগণ আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।

ত্রিষধস্থ। তিনটী স্থানে মিলিত হইয়া স্থিত হয়—এই বাক্যে 'ত্রিষধস্থং' পদটী নিষ্পন্ন হয়। উহার অর্থ 'বর্হিঃ'। 'সুপি স্থঃ' এই সূত্রানুসারে 'ক' প্রত্যয়। 'আতো লোপঃ ইটি চ' এই সূত্রানুসারে আকারের লোপ। 'সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'সহ' শব্দের

আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বান্নুমভাবঃ। জ'স চেত্যত্র জসাদিষু ছন্দসি বা বচনমিতি বচনান্নাভাবাভাবশ্চ। মিমিক্ষতং। মিহ সেচনে। সন্নেকাচ ইতীট্ প্রতিষেধঃ। চলস্যাচ্চেতি সনঃ কিত্ত্বান্নুপধগুণাভাবঃ। অভ্যাসচলাদিশেষৌ। চষকৃত্বযত্বানি। সুতসোমাঃ। সুতঃ সোমো যৈঃ। বহুব্রীহিস্বরঃ। অভিস্বরঃ। দ্যুরিত্যহর্নাম। তেন তৎসম্বন্ধী প্রকাশো লক্ষ্যতে। অভিগতা দ্যুঃ। অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়ায়াঃ। পাঃ ২।২।১৮৫। ইতি সমাসঃ। অব্যয়পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম-৪৭সূ-৪ঋ)।

• • •

চতুর্থ (৫৬৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থ আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার। সে অর্থে, মন্ত্রের প্রথম পংক্তির মর্ম্ম এই যে,—'তিন স্থানে কুশ বিস্তৃত আছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া তাহাতে অবস্থিত করুন এবং মধুর রস দ্বারা যজ্ঞ সেচন করুন।' তদনুসারে মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ,—'হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! কণ্বপুত্রেরা আপনাদের জন্য সোমরস রূপ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।' কোন্ সময় কাহার দ্বারা এই মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, বলা বাহুল্য, এ অর্থেও তাহা উপলব্ধ হয় না। পরন্তু পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এখানেও সমস্যা আসে।

আমরা মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রান্তর্গত পদ কয়েকটীর অর্থও আমাদিগের ব্যাখ্যায় একটু অন্য ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

স্থানে 'সধ' আদেশ হইয়াছে। সধ্বা। আগমানুশাসনের অনিত্য-হেতু 'নুম' ভাব প্রাপ্ত। 'জসি চ' এই স্থলে 'জসাদিষু ছন্দসি বা বচনং' এই নিয়মে ভাবের অভাব হইয়াছে। মিমিক্ষতং সেচনার্থ 'মিহ' ধাতু। 'সন্নেকাচ্' এই নিয়মানুসারে ইটের নিষেধ হইয়াছে। 'চলস্যাচ্চেতি' নিয়মানুসারে 'সন্', কিন্তু হেতু উপধার গুণের অভাব হইয়াছে। অভ্যাস ও অভ্যস্তবর্ণের আদি 'হল্' অবশিষ্ট। চষ, কৃত্ব ও যত্ব হইয়াছে। সুতসোমাঃ। সুত অর্থাৎ পবিত্রীকৃত হইয়াছে সোম যাহার দ্বারা। বহুব্রীহি স্বর। অভিস্বরঃ। 'দ্যুঃ' ইত্যাদি শব্দ 'অহর্নাম' মধ্যে গণ্য আছে। সেই হেতু তৎসম্বন্ধি প্রকাশকে লক্ষ্য করিতেছে। অভিগত অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত 'দ্যুঃ' অর্থাৎ দীপ্তি যাহাদের। 'অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়াঃ' (পাঃ ২।২।১৮৫) এই সমাস। অব্যয়ের পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। (১ম—৪৭সূ—৪ঋ)।

• •

প্রথম—'ত্রিষধস্থে' ঐ পদে 'কক্ষ্যাত্রয়ে আস্তীর্ণ' এই ভাবের অর্থ সাধারণতঃ পরিগৃহীত। 'বর্হিষি' পদে 'দর্ভ' বা 'কুশ' অর্থ গ্রহণ করিয়া, সেই কুশ রথের বা শকটের তিন স্থানে বিস্তৃত রহিয়াছে,—'ত্রিষধস্থে বর্হিষি' পদদ্বয়ে এই ভাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এখানে দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। বেদে যেখানেই 'ত্রি' পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি, সেখানেই উহার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। * 'বর্হিষি' পদে যে হৃদয়কে বুঝায়, তাহাও নানাস্থানে প্রতিপন্ন হইয়াছে। † ফলতঃ, 'ত্রিষধস্থে বর্হিষি' পদদ্বয়ে ত্রিগুণের সমতা-প্রাপ্ত প্রশান্ত হৃদয়কেই লক্ষ্য করিতেছে,—ইহাই আমাদিগের অভিমত। দেবতা আমাদিগের সৎকর্ম্মকে স্নেহরসে সিঞ্চিত (পরিবর্দ্ধিত) করেন—কখন ? হৃদয় যখন উদ্বেগপরিশূন্য প্রশান্তভাব প্রাপ্ত হয়। প্রকারান্তরে এখানে হৃদয়কে—কুশবৎ বিচ্ছিন্ন বিভিন্নমার্গানুসারী বিভিন্ন চিন্তায় উদ্বেলিত হৃদয়কে—সাম্যভাবাপন্ন করিতে বলা হইয়াছে ; তারপর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে দেবগণ ! আমাদিগের হৃদয়কে ঐরূপ অবস্থায় উপনীত করিয়া, আপনারা আমাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্মের পরিবৃদ্ধিসাধন করুন।' মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনায়, আমরা মনে করি, এই ভাবই পরিব্যক্ত আছে।

মন্ত্রের শেষাংশে বৃথাই কণ্বপুত্র ঋত্বিক্‌গণের সংশ্রব সূচনা করা হইয়া থাকে। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদকে আমরা যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি ; তাহাতে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) ভাব সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে এবং পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। 'কণ্বাসঃ' পদে 'আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন জনগণ' অথবা 'মেধাবিগণ'—এই দুই প্রকার ভাবই আসিতে পারে। এক অর্থে ভাব আসে,—এই অকিঞ্চন আমরা যে আপনাদিগকে আহ্বান করি, তাহার ফলে, আপনারা আমাদিগকে বিশুদ্ধ-সত্ত্বভাবান্বিত এবং দীপ্তিসম্পন্ন করুন ; অন্য অর্থে ভাব আসে,—'মেধাবিগণ আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াই বিশুদ্ধ-সত্ত্বভাবাপন্ন ও

---

* এই 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' প্রথম মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশৎ-সূক্তে বিভিন্ন পদে, এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে অপর্ব্ব বসুর প্রথম মন্ত্রে এবং বসুর্ব্বেদের এক মন্ত্রে এতদ্বিষয়ের আলোচনা দেখুন।

† এই ঋগ্বেদ-সংহিতার ৭২৫ পৃষ্ঠায় 'বর্হিঃ' পদের অর্থ এবং ৩১ সূক্তের ১৭ ঋকের ব্যাখ্যায় এবং অন্যান্য স্থানেও 'বর্হিষি' পদের আলোচনা দেখুন।

দীপ্তিমান্ হয়েন।' এক অর্থ—প্রার্থনামূলক; অন্য অর্থ—মহিমা-প্রজ্ঞাপক। ফলে, দুই-ই অভিন্নভাবদ্যোতক।

এই প্রকার আলোচনা করিলে, সমগ্র মন্ত্রটীর প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে সর্ব্বজ্ঞ দেবগণ! আপনারা আমাদিগের এই বিচ্ছিন্ন বিপথগামী হৃদয়কে প্রশান্ততা দান করুন; আর, তাহার মধ্যে, আপনাদিগের স্নেহ-বারি সেচনে, সৎকর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হউক। এই অকিঞ্চন-গণ, সেই উদ্দেশ্যেই আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছে। আপনাদিগের অনুকম্পায় তাহারা সত্ত্বভাবাপন্ন ও দীপ্তিমান্ হউক, সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে তাহাদিগের মধ্যে শক্তি-প্রাণ সঞ্চিত হউক।' (১ম—৪৭সূ—৪ঋ)॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

যাভিঃ কণ্বমভিষ্টিভিঃ প্রাবতং যুবমশ্বিনা।

তাভিঃ ষ্বস্মাঁ অবতং শুভস্পতী

পাতং সোমমৃতাবৃধা॥ ৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। কণ্বং। অভিষ্টিহ্ভি। প্র। আবতং। যুবং। অশ্বিনা।

তাভিঃ। সু। অস্মান্। অবতং। শুভঃ। পতী ইতি।

পাতং। সোমং। ঋতহ্বৃধা॥ ৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (আধি-ব্যাধি নাশকৌ হে দেবৌ) 'যুবং' (যুবাং উভৌ) 'বাতিঃ' (বাজুশক্তিঃ) 'অভিষ্টিভিঃ' (রক্ষাভিঃ, অনুগ্রহপ্রকাশৈঃ) 'কণ্বং' (মেধাবিনং, দীনাতিদীনং ভক্তিবিমন্ত্রজনং) 'প্রাবতং' (রক্ষিতবন্তৌ), 'শুভস্পতী' (হে সৎকর্ম্মণঃ পালকৌ দেবৌ) 'তাভিঃ' (রক্ষাভিঃ, অনুগ্রহপ্রকাশৈঃ) 'অস্মাঁ' (অস্মান্) 'সু' (সুষ্ঠুরূপেণ) 'অবতং' (রক্ষতং) ; 'ঋতাবৃধা' (সদ্ভাববর্দ্ধকৌ হে দেবৌ) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'পাতং' (রক্ষতং অস্মাসু ইতি যাবৎ)। হে দেবৌ ! যুবয়োরুৎসৃষ্টজীবনো জনো যথা যুবয়োরনুগ্রহং প্রাপ্নোতি, অস্মভ্যং তদনুগ্রহদানং কুরুতং ; অস্মাসু সত্ত্বভাবং সর্ব্বতঃ পরিবর্দ্ধয়তং—ইতি চ প্রার্থনা। (১ম—৪৭সূ—৫ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

আধি ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয় ! আপনারা যে প্রকার রক্ষার দ্বারা (অনুগ্রহপ্রকাশে) মেধাবিগণকে (অথবা—ভক্তিবিমন্ত্র দীনাতিদীন-গণকে) রক্ষা করেন ; সৎকর্ম্মের পালক হে দেবদ্বয়, সেইরূপ রক্ষার দ্বারা (অনুগ্রহপ্রকাশে) আমাদিগকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করুন। সত্ত্বভাব-প্রবর্দ্ধক হে দেবদ্বয় ! আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাব রক্ষা করুন। (ভাব এই যে, 'হে দেবদ্বয় ! আপনাদিগের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্টজীবন জন যেমন আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, আমাদিগকে তদ্রূপ অনুগ্রহ-দান করুন,—আর আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সত্ত্বভাব পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিউন।')॥ (১ম—৪৭সূ—৫ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং

হে অশ্বিনা যুবং যুবামুভৌ যাভিরভিষ্টিভিরবলোকিতাভী রক্ষাভিঃ কণ্বং মহর্ষিং প্রাবতং। রক্ষিতবন্তৌ। হে শুভস্পতী শোভনস্য কর্ম্মণঃ পালকৌ। তাভী রক্ষাভিরস্মাননুষ্ঠাতৄন্ অবতং। সুষ্ঠু রক্ষতং। স্পষ্টমন্যৎ॥

অভিষ্টিভিঃ। অভিমুখ্যেনেষ্যন্ত ইত্যভিষ্টয়ঃ ফলানি। ইষু ইচ্ছায়াং। কর্ম্মণি ক্তিনি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয় ! আপনারা উভয়ে যে সকল অপেক্ষিত রক্ষা (রক্ষারূপ অস্ত্র অথবা প্রযুক্তমন্ত্র) দ্বারা মহর্ষি কণ্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন ; হে শোভনকর্ম্ম-সম্পাদক ! আপনারা সেই সকল রক্ষা দ্বারা আমাদের ন্যায় অনুষ্ঠাতৃগণকে সুসংরক্ষিত করুন। অন্য সকলগুলি স্পষ্ট।

অভিষ্টিভিঃ। অভিমুখ্যকে ইচ্ছা করেন—এই বাক্যে অভিষ্টয় শব্দে ফলকে বুঝায়। ইচ্ছার্থ ইষু ধাতু। কর্ম্মবাচ্যে 'ক্তি' প্রত্যয় ও 'ত্রিতুত্রেষ্ণাদি' সূত্রানুসারে ইটের প্রতিষেধ।

ত্রিভুবেত্যাদিনেট্ প্রতিষেধঃ। এবমন্যাদিষু ছন্দসি পররূপং বক্তব্যমিতি পররূপত্বং। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। উপসর্গাশ্চাভিবর্জমিত্যভিরস্তোদাত্তঃ। শুভস্পতী। শুভ দীপ্তৌ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি বিসর্জনীয়স্য সত্বং। সুবামন্ত্রিত ইতি ষষ্ঠ্যন্তস্য পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতস্য সমুদায়স্যাইমিকং সর্বানুদাত্তত্বং॥ (১ম—৪৭সূ—৫খ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে প্রথমো বর্গঃ॥ ১।৪।১॥

• • •

পঞ্চম (৫৭০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'কণ্বং' পদ আর 'অস্মাঁ' পদ বিষম সংশয় উপস্থিত করে। তাহা হইতেই ভাব আসে,—'মহর্ষি কণ্বকে যেরূপ-ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমাদিগকে সেই ভাবে রক্ষা করুন।' তার পরের কথা,—'আমাদিগের প্রদত্ত সোমরস পান করুন।' এই মন্ত্রের এই প্রকার অর্থই এখন প্রচলিত।

কিন্তু কণ্ব-নামক ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধ এখানে প্রখ্যাত আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 'কণ্ব' পদে সায়ণও স্থানান্তরে 'মেধাবী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে 'মেধাবী' এবং 'অকিঞ্চন দীনাতিদীন', দুই প্রকার অর্থেই মন্ত্রে এক অভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হই। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা মেধাবী, দেবতার অনুকম্পা তাঁহারা স্বতঃই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আবার যাঁহারা দেবদ্বারে উৎসৃষ্ট-প্রাণ, ভক্তিতে বিভোর হইয়া যাঁহারা আপনাদিগকে তৃণাদপিতৃণতুচ্ছ (অকিঞ্চন) বলিয়া মনে করেন; তাঁহারাও দেবতার করুণার অধিকারী হন। এখানে প্রার্থী যেন বলিতেছেন,—'আমি মেধাবী নই, আবার ভক্তিবিনম্র দীনাতিদীন, তারও

'এবমন্যাদিষু ছন্দসি পররূপং বক্তব্যং' এই নিয়মানুসারে পররূপত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। 'তাদৌ চেতি' সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জং' এই নিয়মানুসারে 'অভির' অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শুভস্পতী। দীপ্ত্যর্থ শুভ-ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ক্বিপ চেতি' সূত্রানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয় ও 'ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি' নিয়মানুসারে বিসর্গের স্থানে 'স' হইয়াছে। সুবামন্ত্রিত ইতি নিয়মে ষষ্ঠ্যন্ত-পদের পরাঙ্গবদ্ভাব হওয়ায়, 'ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতস্য সমুদায়স্যাইমিকং' নিয়মে সর্বানুদাত্তত্ব হইয়াছে। (১ম—৪৭সূ—৫খ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।১॥

প্রাপ্ত হই নাই; আমার একমাত্র ভরসা—আপনাদিগের করুণা। দয়া করিয়া আপনারা যদি আমাকে রক্ষা করেন, তবেই রক্ষা পাই; প্রার্থনা—আমায় রক্ষা করুন' ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনা। মন্ত্রের শেষাংশে,—হৃদয়ে সত্ত্বভাব পরিবর্দ্ধনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে, অথবা দেবতাকে হৃদয়ের সত্ত্বভাব সহ সম্মিলিত হইবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। (১ম—১৭সূ—৫ঋ)।

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

সুদাসে দস্রা বসু বিভ্রতা রথে পৃক্ষো বহতমশ্বিনা।

রয়িং সমুদ্রাদুত বা দিবস্পর্যস্মে

ধত্তং পুরুস্পৃহং ॥ ৬ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সুদাসে। দস্রা। বসু। বিভ্রতা। রথে। পৃক্ষঃ। বহতং। অশ্বিনা।

রয়িং। সমুদ্রাৎ। উত। বা। দিবঃ। পরি। অস্মে ইতি।

ধত্তং। পুরুস্পৃহং ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্রা' (রিপুনাশকৌ, সর্ব্বদ্রষ্টারৌ) 'বসু বিভ্রতা' (পরমং ধনং বিতরণশীলৌ) 'অশ্বিনা' (আধি-ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'সুদাসে' (সুষ্ঠুদানশীলে, ঋগবতি সমর্পিতে) 'রথে' (কর্ম্মরূপযানে, নিষ্কাম কর্ম্মণি ইতি যাবৎ) যুবাং 'পৃক্ষঃ' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'বহতং'

(প্রাপয়তং) ; 'সমুদ্রাৎ' (অন্তরিক্ষাৎ, অগাধত্ব 'সগর্ভ') 'উত' (অথবা) 'বা' (অথবা) 'দিবঃ' (স্বর্গাৎ) 'পরি' (পর্য্যাদ্দত্য) 'পরুস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং সর্ব্বলোকাভিলষিতং) 'রয়িং' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'অস্মে' (অস্মাস্ু) 'ধত্তং' (দত্তং প্রযচ্ছতং)। পরমার্থরূপং ধনং নিষ্কামকর্ম্মপ্রভাবেন সাধবঃ প্রাপ্নুবন্তি তে দেবৌ সর্ব্বজনস্পৃহণীয়ং ধনং অস্মভ্যং প্রযচ্ছতং। ইত্যেতাং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭ম—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক (সর্ব্বদ্রষ্টা), পরমধন বিতরণশীল, আধি ব্যাধি-নাশক **হে দেবদ্বয়** ! আমাদিগের সুষ্ঠুদানশীল (ভগবানে সমর্পিত) কর্ম্মরূপ-**যানে** (নিষ্কাম-কর্ম্ম মধ্যে) আপনারা পরমার্থরূপ ধন বহন করিয়া **আনেন** ; (যেখানেই থাক) [illegible] হইতে (অন্তরিক্ষ হইতে) আহরণ করিয়া [illegible] হইতে সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিয়া, সর্ব্বলোকস্পৃহণীয় পরমার্থরূপ ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—নিষ্কাম কর্ম্মপ্রভাবে সাধুগণ পরমার্থরূপ যে ধন প্রাপ্ত হয়েন, হে দেবদ্বয়, সর্ব্বজনস্পৃহণীয় সেই পরমধন আমাদিগকে প্রদান করুন।)॥ (ম—৫৭ম ৬ঋ)।

হে দস্রা দর্শনীয়াবশ্বিনৌ সুদাসে [illegible] রথে বস্ত্র বিভ্রতা যুবাং পৃক্ষোঽন্নং বহতং। [illegible] সমুদ্রাদন্তরিক্ষনাম। সমুদ্রোঽপ্যবরমিতি [illegible] পাঠাৎ [illegible] দিবঃ [illegible] অথবা [illegible] পর্য্যাদত্তা পরুস্পৃহং বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং রয়িং ধনমস্মে [illegible] অস্মাস্ু স্থাপয়তং॥

সুদাসে। সুষ্ঠু দদাতীতি সুদাঃ। অসুনি কৃত্বত্বপরপ্রকৃতিস্বরত্বং। 'দিবস্পরি' পঞ্চম্যাঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়। শোভনদানযুক্ত অর্থাৎ দানশীল রাজা পিজবনপুত্রের নিমিত্ত রথে আপনারা ধনকে ধারণ ও অন্নকে বহন করিয়াছিলেন। অন্তরিক্ষ হইতে, (সমুদ্র ইহা অন্তরিক্ষের নাম। অন্তরিক্ষ নামসমূহ মধ্যে সমুদ্র ও [illegible] হইতে পঠিত হইয়াছে) অথবা স্বর্গ হইতে সর্ব্বপ্রকারে আহরণ করিয়া বহুজনের স্পৃহণীয় ধন আমাদের বিষয়ে আপনারা স্থাপন করুন।

সুদাসে। শোভনরূপে দান করেন—এই বাক্যে সুদাঃ শব্দটী নিষ্পন্ন হয়। 'অসুন্' প্রত্যয় পরে থাকায় কৃতের উকারপরের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। দিবস্পরি। পঞ্চমীর পরাবধি

পরাবস্যর্থঃ ইতি বিসর্জনীয়স্য সত্ব। পুরুস্পৃহং। স্পৃহ ঈপ্সায়াং। চুরাদিরদন্তঃ। পুরুস্পৃহ ইতি পুরুস্পৃহঃ। কর্মণি ঘঙ্। অতো লোপস্য স্থানিবত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। ক্রিয়ং-স্বরেণোত্তরপদস্যাদ্যুদাত্তত্বেকৃতত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ তদেব শিষ্যতে॥ (১ম—৪৭সূ—৬ঋ)॥

ষষ্ঠ (৫৬১) ঋকের বিশদার্থ।

‡ • ‡

এই ঋকের অন্তর্গত 'সুদাসে' পদ বিষম সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে। পুরাণে সুদাস রাজার উপাখ্যান আছে। এক বিষ্ণুপুরাণেই দুই জন সুদাস নৃপতির কীর্ত্তি-কাহিনীর পরিচয় পাই। এক সুদাস—সূর্য্যবংশের প্রখ্যাত নৃপতি। অন্য সুদাস—চন্দ্রবংশের খ্যাতিমান্ ভূপতি। * চন্দ্র-বংশীয় সুদাসের পিতার নাম, এক মতে—দিবোদাস, অন্য মতে—পিজবন। সুদাস রাজর্ষি বলিয়া প্রখ্যাত। তিনি তৃৎসু-গণের রাজা ছিলেন—এইরূপ লিখিত আছে। যাহা হউক, ঐ সুদাসের সহিত এই সুদাসের বা এই ঋকের সম্বন্ধ আছে মনে করিয়া, ব্যাখ্যাকারগণ তদনুসারেই ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া যাইতেছেন। সে পক্ষে এই ঋকের অর্থ হয় এই যে,—"হে দর্শনীয় অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনারা পিজবন-পুত্র সুদাসের নিমিত্ত রথে ধন বহন করিয়া অন্নাদিসম্পৎ আনয়ন করিয়াছিলেন। জনসমূহের বাঞ্ছনীয় ধন অন্তরিক্ষ কিম্বা স্বর্গ হইতে আহরণ করিয়া অস্মদাদির নিমিত্ত স্থাপন করুন।" এ অর্থে, প্রত্নতাত্ত্বিক-গণের গবেষণা-প্রকাশের নানা উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুদাসের কাল-নির্ণয়ের প্রসঙ্গ উঠে। বেদমন্ত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ-সংশ্রব প্রতিপন্ন হয়; এমন কি, কয়েকটী বেদমন্ত্রের রচনাকারী বলিয়াও তিনি প্রখ্যাত

অর্থে বিসর্গের স্থানে 'স' হইয়াছে। পুরুস্পৃহং। ঈপ্সার্থ স্পৃহ-ধাতু চুরাদি 'অৎ' অন্ত। বহুজন কর্তৃক ইচ্ছাযুক্ত—এই বাক্যে 'পুরুস্পৃহঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। কর্মণিবাচ্যে ঘঙ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অৎ' লোপের স্থানিবত্ত্বা-প্রযুক্ত উপধার গুণ হয় নাই। 'ক্রিয়ং-স্বরেণ' এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইলে কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতি-স্বরের সহিত তাহাই অবশিষ্ট থাকে॥ (১ম—৪৭সূ—৬ঋ)॥

* রাজা সুদাসের বিষয় মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থে বিশদ আলোচনা আছে। 'পৃথিবীর ইতিহাসের' নির্ঘণ্ট (Index) অনুসরণ করিলেই তাহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ডেও সুদাসের কাহিনী দেখিতে পাইবেন।

হইয়া পড়েন।* মন্ত্রের অন্তর্গত 'সমুদ্রাৎ' ও 'দিবঃ' পদদ্বয় হইবে তৎকালে সমুদ্র-পথে ও আকাশ-পথে গতিবিধির প্রসঙ্গ আনা যাইতে পারে।

এখন, আমাদিগের ব্যাখ্যার ধারা অনুসরণ করিয়া দেখুন। তাহাতেই বা কি ভাব কি সদর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, দেখা যাউক। 'সুদাসে' পদের প্রতিবাক্যে সায়ণের ভাষ্যের অনুসরণেই, "শোভনদানযুক্তায়" পদ হইতেই, আমরা 'সুষ্ঠুদানশীলে' 'ভগপতি-সমর্পিতে' পদ গ্রহণ করি। 'শোভন-দান' 'সুষ্ঠুদান' কাহাকে কহে? যাহা ভগবদুদ্দেশে সমর্পিত, তাহাই 'শোভনদান' 'সুষ্ঠুদান'। 'রথে' পদে যে 'কর্ম্ম-রূপ যানে' অর্থ হয়, তাহা বহু ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। এখানে 'সুদাসে' পদকে 'রথে' পদের স্বরূপ-প্রকাশক বিশেষণ বলিয়া আমরা মনে করি। তাহাতে 'সুদাসে রথে' পদদ্বয়ে নিষ্কাম কর্ম্মকে বুঝাইয়া থাকে।† নিষ্কাম কর্ম্ম—ভগবানে সমর্পিত কর্ম্ম—যে পরমার্থ-রূপ ধন বহন করিয়া আনে, সেই নিত্যসত্যতত্ত্ব, মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রখ্যাত দেখি। দেবদ্বয় —সর্ব্বদ্রষ্টা, রিপুনাশক; তাঁহারা পরম-ধন-বিতরণশীল। আমাদিগের নিষ্কাম-কর্ম্ম-রূপ রথে তাঁহারই পরমার্থ-ধন বহন করিয়া আনেন। "দস্রা" হইতে "বহতঃ" অংশের ইহাই ভাবার্থ।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের ("সমুদ্রাৎ" হইতে "ধত্তং" পর্য্যন্তের) ভাব-পরিগ্রহ-পক্ষে চেষ্টা করা যাউক। 'সমুদ্রাৎ' আর 'দিবঃ' এই দুইটী পদে, সেই যে পরমার্থ-ধন—সে ধন কোথায় আছে, তদ্বিষয়ে সংশয় প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষ মোহঘোরে দেখিতে পায় না—সে ধন কোথায় আছে? পৃথিবীতে দেখিতে পায় না। তাই সংশয় আসে—

* কাহারও কাহারও মত এই, রাজর্ষি সুদাস ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৩ সূক্তের রচয়িতা ছিলেন। সে মতে,—সপ্তম মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ২৫ ঋকে সুদাসকে পিজবনের পুত্র বলা হইয়াছে, এরূপও প্রতিপন্ন হয়।

† 'সুদাস' পদে নৃপতিকে বুঝাইতে গেলে, আর এক দিক দিয়া অর্থ অন্যথার করা যাইতে পারে। সে পক্ষে "সুদাসে" পদের প্রতিবাক্যে "সংসারচক্রে আত্মারূপেণ চিরাবস্থিতে" পদ গ্রহণ করা যায়। এ পক্ষে এই মণ্ডলের (তৃতীয় অধ্যায়ের) ৩৬শ সূক্তের ১৮শ ঋকের বিশদার্থ আলোচনায় যে মত প্রকাশ করিয়াছি, এখানে সেই মত গ্রহণ করিতে পারি। এতৎপ্রসঙ্গে (আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা ১৮৯১—১৮৯৭ পৃষ্ঠায় "দুর্ব্বাণ" প্রভৃতি পদের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

বুঝি বা গভীর জলধির মধ্যে অথবা অন্তরিক্ষ-লোকে সে ধন আছে, অথবা স্বর্গলোকে বা নভোমণ্ডলে সে ধন বিরাজ করিতেছে। এখানে সেই সংশয়ের ভাব প্রকাশমান্। প্রার্থনাকারী যেন কহিতেছেন,—'সেই যে সর্ব্বলোক-কাঙ্ক্ষণীয় ধন—সে ধন কোথায় আছে, জানি না; যদি সমুদ্রে থাকে, সেখান হইতে আনয়ন করুন; যদি দ্যুলোকে থাকে, সেখান হইতে আনিয়া দেন।' এখানে প্রার্থনায় ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে—মনে করিতে পারি। কোথায় আছে, কিরূপে পাইব, বুঝিতে পারিতেছি না; তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—'সে সর্ব্বদর্শী দেবদ্বয়! হে অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়! হে পরমধনবিতরণকারী দেবদ্বয়! যেখান হইতে হউক, সেই আকাঙ্ক্ষণীয় ধন আমাদিগকে আনিয়া দেন।' ভক্তের এ এক আব্দার বললেও বলা যায়। এই সকল ভাবই এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত। ইহাই আমাদের অভিমত। (১ম—৪৭সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

যন্নাসত্যা পরাবতি যদ্বা স্থো অধি তুর্ব্বশে।

অতো রথেন সুবৃতা ন আ গতং

সাকং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ॥ ৭।

সন্ধি বিশ্লেষণ

যৎ। নাসত্যা। পরাঽবতি। যৎ। বা। স্থঃ। অধি। তুর্ব্বশে।

অতঃ রথেন সুঽবৃতা। নঃ। আ। গতং।

সাকং। সূর্য্যস্য। রশ্মিঽভিঃ॥ ৭॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (অসত্যবিবর্জিতৌ, সত্যস্বরূপৌ, হে দেবৌ) 'যং' (যদি) যুবাং 'পরাবতি' (দূরদেশে) 'স্থঃ' (বর্ত্তেথে) 'যদ্বা' (অথবা) 'তুর্বশে' (কর্ম্মপ্রভাবেণ ক্ষিপ্রং ভগবদাশ্রয়-প্রাপ্তে জনে, যদ্বা—অধিকে সমীপে) 'শ্রথ' (অধিতিষ্ঠথঃ); 'অতঃ' (অতঃপরং, তথাপি প্রার্থনা ইতি ভাবঃ) 'স্বরুতা' (সংসম্বন্ধযুতেন) 'রথেন' (অস্মাকং কর্ম্মরূপযানেন) 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানাধারস্য) 'রশ্মিভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ) 'সাকং' (সহ, অস্মাসু জ্ঞানকিরণবিতরণৈঃ সহ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মান্, অস্মৎসকাশং) 'আ গচ্ছতং' (আগচ্ছতং প্রাপয়তং)। হে দেবৌ! যদ্যপি যুবাং অস্মাৎ অতিদূরাৎ অবস্থিতৌ ভবতং যদ্যপি সাধকস্য হৃদি যুবয়োঃ একমাত্র আবাসো ভবতি; তথাপি ঐকান্তিকী প্রার্থনা—তয়োরনুগ্রহেণ অস্মাকং কর্ম্ম সংসম্বন্ধযুতং জ্ঞানপ্রদং চ ভবতু; তৈঃ যুবাং অস্মান প্রাপয়। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে সৎস্বরূপ দেবদ্বয়! যদি আপনারা দূরদেশে অবস্থিত করেন, অথবা যদি আপনারা কর্ম্মপ্রভাবে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত জনেই সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান্ থাকেন; তথাপি প্রার্থনা, আমাদিগের সংসম্বন্ধযুত কর্ম্ম-রূপ রথে, জ্ঞানকিরণ বিতরণের সহিত, আমাদিগের নিকট আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! যদ্যপি আপনারা আমাদিগের নিকট হইতে অনেক দূরে অবস্থিত আছেন, যদিও সাধকের হৃদয়ই আপনাদিগের একমাত্র আবাস হয়; তথাপি ঐকান্তিকী প্রার্থনা,—আপনাদিগের অনুগ্রহে আমাদিগের কর্ম্ম সংসম্বন্ধযুত ও জ্ঞানপ্রদ হউক; আর, তদ্দ্বারা আপনারা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।')॥ (১ম—৪৭সূ—৭ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নাসত্যা। অসত্যবর্জিতাবশ্বিনৌ যং যদি যুবাং পরাবতি দূরদেশে স্থঃ। বর্ত্তেথে। যদ্বা। অথবাধি তুর্বশেঽধিকে সমীপে স্থঃ। অতোঽস্মাদ্দূরাৎ সমীপাদ্বা সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ সাকং সূর্য্যোদয়কালে স্বরুতা শোভনবর্ত্তনযুক্তেন রথেন নোঽস্মান্ প্রত্যাগতং। আগচ্ছতং॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অসত্যরহিত অশ্বিদ্বয়! যদিও আপনারা দূর দেশে বিদ্যমান রহিয়াছেন; অথবা অধিক নিকটেই বিদ্যমান আছেন; অতএব, এই দূর হইতে অথবা সমীপ হইতে সূর্য্যের রশ্মির সহিত অর্থাৎ সূর্য্যোদয়কালে শোভনবর্ত্তনবিশিষ্ট রথের দ্বারা আমাদিগের নিকটে আগমন করুন।

নাসত্যা। সংস্থ ভবৌ সত্যৌ। ন সত্যাবসত্যৌ। ন অসত্যৌ নাসত্যৌ। নঞ্রাপ্-নপাদিত্যাদিনা নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। স্থঃ। অস ভুবি। শ্নসোরল্লোপ ইত্যাকারলোপঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। গতং। গমেলোটি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ॥ (১ম—৪৭সূ—৭ঋ)॥

• • •

সপ্তম (৫৭২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের মধ্যে তিনটী গ্রন্থি আছে। সেই তিনটী গ্রন্থি উন্মোচন করিতে পারিলেই মন্ত্রের অর্থ বোধগম্য হইতে পারে।

প্রথম গ্রন্থি—"অধি তুর্ব্বশে"। এখানে সায়ণের মত-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে 'তুর্ব্বশ' পদ ছিল (ষট্‌ত্রিংশসূক্তের অষ্টাদশ ঋকের সায়ণভাষ্য দেখুন), সেখানে সায়ণ তুর্ব্বশ নামক রাজর্ষি অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এখানে সায়ণভাষ্যে "তুর্ব্বশে" পদের প্রতিবাক্যে "অধিকে সমীপে" পদ প্রযুক্ত দেখি। সায়ণেরই এই দুই স্থলের দুই মতের অনুসরণ, পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণও সমস্যায় পড়িয়াছেন। 'তুর্ব্বশে' পদের অর্থে, তাই কোনও ব্যাখ্যাকার লিখিয়া গিয়াছেন—'অতি নিকটে,' কোনও ব্যাখ্যাকার লিখিয়া গিয়াছেন—'তুর্ব্বশাখ্য উপাসকের গৃহে।' এতদনুসারে, একশ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায়, মন্ত্রের প্রথম পংক্তির ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা দূরেই থাকুন, আর নিকটেই থাকুন'; অন্য শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার ভাব এই যে,—'আপনারা দূরেই থাকুন আর তুর্ব্বশ-রাজার গৃহেই থাকুন।' শেষোক্ত অর্থ হইতে পুরাবৃত্তের একটা সম্বন্ধ টানিয়া আনা যায়। মনে হয়,—প্রার্থনাকারী যেন তুর্ব্বশ-রাজার সম-সাময়িক লোক; তিনি যেন অশ্বিনী-

---

নাসত্যা। সৎশব্দের উত্তর ভবার্থে 'ষ্ণ্য' প্রত্যয় করিয়া 'সত্য' পদটী নিষ্পন্ন হয়। যাহা সত্য নহে—এই বাক্যে অসত্য পদ হয়। যাহা অসত্য নহে—এই বাক্যে "নাসত্য" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নঞ্রাপ্ নপাৎ' ইত্যাদি সূত্রে নঞের প্রকৃতিভাব হইয়াছে। স্থঃ। স্থিতার্থ 'অস্' ধাতু। 'শ্নসোরল্লোপ' এই সূত্রে অকার লোপ। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু 'নঘাত' হয় নাই। গতং। গম ধাতুর লোট বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে শপের লুক্ হইয়াছে। 'অনুদাত্তোপদেশেত্যাদি' নিয়মানুসারে অনুনাসিকের লোপ হইয়াছে। (১ম—৪৭সূ—৭ঋ)॥

কুমারদ্বয়কে তুর্ব্বশ রাজার আলয় হইতে আহ্বান করিয়া আনিবার চেষ্টা পাইতেছেন। আমরা কিন্তু পূর্ব্বেও তুর্ব্বশ-পদে যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থ সেই ভাবই গ্রহণ করিতেছি। ভাবিয়া দেখুন,—তাহাতে পূর্ব্বাপর কেমন সঙ্গতি থাকিতেছে!

দ্বিতীয় গ্রন্থি—"রথেন সুবৃতা।" এখানেও ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন-মতাবলম্বী। 'সুনির্ম্মিত রথ', 'সুখগামী রথ', 'শোভনবর্ত্তনযুক্ত রথ'—এইরূপ নানা অর্থ আসিয়া পড়িয়াছে। রথ যে প্রকৃত শকট বা গো-যান, এই ধারণা বদ্ধমূল থাকায়, 'সুবৃতা' পদে তদনুরূপ অর্থই অবভাসিত হইয়া পড়ে। কিন্তু 'ত্রিবৃতা' পদের ভাব পূর্ব্বাপর আমরা যাহা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, 'সুবৃতা' পদও সেই সম্বন্ধই খ্যাপন করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। ত্রিগুণসাম্যসাধনের ফলে কর্ম্মে যখন সত্ত্বভাব প্রস্ফুট হয়, তখনই সেই কর্ম্মকে 'সুবৃতা' বলা যায়। আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে তাই 'সৎসম্বন্ধযুতেন' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'অতঃ' পদে, 'অতএব প্রার্থনা জানাইতেছি'—এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। এতদনুসারে, "অতো রথেন সুবৃতা ন আ গতং"—এই বাক্যাংশের তাৎপর্য্য হয় এই যে,—হে দেবদ্বয়! আমাদিগের প্রার্থনা এই, আমাদিগের কর্ম্ম সৎকর্ম্ম হউক, আর আপনারা সেই কর্ম্মের মধ্য দিয়া আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন, আমাদিগকে দেবভাবে ভাবান্বিত করুন।'

মন্ত্রের তৃতীয় গ্রন্থি—"সাকং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।" এখানে ভাষ্যকার লিখিলেন—'সূর্য্যোদয়-কালে।' ব্যাখ্যাকারগণের প্রায় সকলেই তাহারই অনুসরণ করিলেন। কেহ বা 'সাকং' পদের অর্থও বজায় রাখিলেন; লিখিলেন—'সূর্য্যোদয়কালে সূর্য্যরশ্মির সহিত।' এইরূপে প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইল—'সূর্য্যোদয়-কালে সূর্য্যরশ্মির সহিত শোভনবর্ত্তনযুক্ত রথে আপনারা আগমন করুন।' কিন্তু ইহাতে যে কি তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইল, বুঝিতে পারি না। অনুধাবন করিলে, এই মাত্র ভাব পাই, সমগ্র মন্ত্রটীতে যেন বলা হইতেছে,—'হে দেবদ্বয়! তোমরা দূরেই থাক, (অথবা তুর্ব্বশ-রাজার গৃহেই থাক) সূর্য্যোদয় হইলেই তোমাদিগের শোভনবর্ত্তনযুক্ত রথে চড়িয়া আমাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হও।' দেবতা আগমনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যাদি ইহাতে কিছুই বিবৃত হয় না।

আমরা বলি, "সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ সাকং"—এই বাক্যাংশের ভাব অনুরূপ। এখানে জ্ঞান-কিরণ-দানের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' বলিতে, সেই জ্ঞানাধার ভগবানের অঙ্গভূত জ্ঞানকিরণ (সত্ত্বভাব) অর্থ প্রাপ্ত হই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব হয়,—'হে ভগবান্! আপনার অনুকম্পায় আমাদিগের কর্ম্ম সত্ত্বভাবসম্পন্ন হউক, আর সেই কর্ম্ম জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত থাকুক।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এই ভাবেরই স্তোতনা করিতেছে। (১ম—৪৭সূ—৭ম)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অর্ব্বাঞ্চা বাং সপ্তয়োঽধ্বরশ্রিয়ো বহন্তু সবনেদুপ।

ইষং পৃঞ্চন্তা সুকৃতে সুদানব আ

বর্হিঃ সীদতং নরা ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অর্ব্বাঞ্চা। বাং। সপ্তয়ঃ। অধ্বরশ্রিয়ঃ। বহন্তু। সবনা। ইৎ। উপ।

ইষং। পৃঞ্চন্তা। সুকৃতে। সুদানবে। আ।

বর্হিঃ। সীদতং। নরা ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'অধ্বরশ্রিয়ঃ' (যাগাদি-সৎকর্ম্ম পোষিকা, সৎকর্ম্মণঃ শ্রীসম্পাদিকাঃ) 'সপ্তয়ঃ' (ভগবৎসম্বন্ধকারিকাঃ মদ্বৃত্তয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'সবনা' (যাগাদি-সৎকর্ম্মাণি, যদ্বা—স্তুতিভাজনে ইতি যাবৎ) 'উপ' (সমীপে) 'অর্ব্বাঞ্চা' (অনুকূলৌ, অনুগ্রহপরৌ) 'বাং' (যুবাং উভৌ) 'ইৎ' (এব, খলু) 'বহন্তু' (প্রাপয়ন্তু); ভগবৎসম্বন্ধকারিণ্যঃ সদ্বৃত্তয়ঃ অস্মাকং কর্ম্মণি দেবসম্বন্ধং স্থাপয়ন্তু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। 'নরা' (হে নেতারৌ) 'সুকৃতে' (সৎকর্ম্মকারিণে) 'সুদানবে' (শোভনদানশীলে, নিষ্কামকর্ম্মপরায়ণে—ময়ি ইতি যাবৎ) 'ইষং' (অভীষ্ট-ফলং) 'পৃঞ্চন্তা' (সংযোজয়ন্তৌ)। 'বর্হিঃ' (কুশরূপেণাস্তৃতং হৃদয়াসনং) 'আ সীদতং' (প্রাপয়তং); হে দেবৌ! মাং নিষ্কামকর্ম্মকারিণং কৃত্বা অভীষ্টফলং প্রযচ্ছতং—হৃদি চ নিবসতং; ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭সূ—৮ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যাগাদি-সৎকর্ম্মের পোষিকা, ভগবৎসম্বন্ধকারিকা আমার সদ্বৃত্তি, আমার সৎকর্ম্মসমীপে অনুকূল (অনুগ্রহপর) আপনাদিগকে বহন করিয়া আনুক; (ভাব এই যে,—'ভগবৎসম্বন্ধস্থাপনকারী সদ্বৃত্তি আমাদিগের কর্ম্মে দেবসম্বন্ধ স্থাপন করুক')। হে নেতৃদ্বয়! সৎকর্ম্মকারী শোভনদানশীল (নিষ্কামকর্ম্মপরায়ণ) জনে (আমাতে) অভীষ্টফল সংযোজন করিয়া এই হৃদয়াসনে আসনগ্রহণ করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আমাকে নিষ্কামকর্ম্মকারী করিয়া আমায় অভীষ্ট-ফল দান করুন,—আমরা হৃদয়ে বাস করুন।')॥ (১ম—৪৭সূ—৮ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ। অধ্বরশ্রিয়ো যাগসেবিনঃ, সপ্তয়োঽশ্বাঃ সবনেষূপাস্যমানযুষ্মদ্রথানি ত্রীণি সবনান্যেবোপলক্ষ্যার্ব্বাঞ্চাভিমুখৌ বাং যুবাং বহন্তু। প্রাপয়ন্তু। হে নরা। অশ্বিনৌ সুকৃতে সুষ্ঠুকর্ম্মকারিণে সুদানবে শোভনদানযুক্তায় যজমানায়েষমন্নং পৃঞ্চন্তা সংযোজয়ন্তৌ যুবাং বর্হিরাসীদতং। দর্ভং প্রাপ্নুতং॥

অর্ব্বাঞ্চা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ'। অধ্বরশ্রিয়ঃ। অধ্বরং শ্রয়ন্তীত্যধ্বর-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! যাগসেবী অশ্বগণ আমাদিগের অনুষ্ঠেয় তিনটী সবনাখ্য যজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়া (যজ্ঞের) অভিমুখে আপনাদিগকে বহন করুন। হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সুকর্ম্মকারী শোভন-দানযুক্ত যজমানকে অন্নসংযুক্ত করিয়া কুশোপরি উপবেশন করুন।

অর্ব্বাঞ্চা। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির আকার হইয়াছে। অধ্বরশ্রিয়ঃ। অধ্বরকে আশ্রয় করেন—এই বাক্যে 'অধ্বরশ্রিয়' পদটী হইয়াছে। "কিঞ্চিৎ প্রহীত্যাদি"

শ্রিয়। 'কর্ম্মণি প্রহীত্যাদিনা ক্বিপ্। দীর্ঘশ্চ। বহন্তু। বহ প্রাপণে। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। সবনা। সুঞ অভিষবে। অভিষূয়তে সোম এষ্বিতি সবনানি। অধিকরণে লুট্। যোরনাদেশঃ। গুণাবাদেশৌ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপ। পৃঞ্চতা। পৃচী সম্পর্চে। শতরি রুধাদিত্বাৎ শ্নম্। শ্নসোরল্লোপঃ ইত্যকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। সুকৃতে। সুকর্ম্মপাপেত্যাদিনা করোতেভূতে কালে ক্বিপ্। হ্রস্বস্য পিতীতি তুক্। সুদানবে। শোভনং দাসু দানং যস্যাসৌ সুদানুঃ। দাসুশব্দো নুপ্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। আদ্যুদাত্তং দ্ব চ্ ছন্দসীতি বহুব্রীহাবুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। সীদতং। ষদ্লৃ বিশরণ গত্যবসাদনেষু॥ ৮॥

অষ্টম (৫৬৩) ঋকের বিশদার্থ।

প্রথমে এই ঋকের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তার পর এই ঋক্ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বলা যাইতেছে। ঋকের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা,—

(১) "তোমরা সর্ব্বদা যাগকারী; তোমাদের সপ্ত (অশ্ব) তোমাদিগকে নিকটে আনিয়া সর্ব্বাভিমুখে লইয়া যাউক; হে নরদ্বয়। শুভকর্ম্মকারী ও দানশীল যজমানকে অন্নদান করিয়া তোমরা কুশে উপবেশন কর।"

(২) "হে অশ্বনীকুমারদ্বয় নিতান্ত যজ্ঞস্থলে গমনশীল আপনাদিগের অশ্বসকল আমাদিগের অনুষ্ঠেয় সবনদ্বয়সমীপে আপনাদিগকে বহন করুক। হে দীপ্ত বিশিষ্ট

নিয়মানুসারে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় ও দীর্ঘ হইয়াছে। বহন্তু। প্রাপণার্থ 'বহ' ধাতু। 'শপের' পিত্ত অর্থাৎ 'প' থাকে না বলিয়া অনুদাত্ত হইয়াছে। 'তিঙশ্চ লসার্বধাতুকস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব হইয়াছে। সবনা। অভিষবার্থ 'সুঞ্' ধাতু। অভিষূয়তে সোম এষ্ব কর্ম্মণমুক্তে—এই বাক্যে 'সবনানি' পদটী হয়। অধিকরণ-বাচ্যে 'লুট্' প্রত্যয়। 'যোরনাদেশঃ' নিয়মে 'অন্' এবং 'গুণাবাদেশৌ' নিয়মে 'আ' আদেশ হইয়াছে। 'লিতীতি' সূত্রানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই সূত্রানুসারে 'শি'র লোপ হইয়াছে। পৃঞ্চতা। সংপর্চার্থক 'পৃচী' ধাতু 'শতৃ' প্রত্যয়, পরে রুধাদিত্ব-হেতু শ্নম্ আদেশ ও 'শ্নসোরল্লোপঃ' সূত্রানুসারে অকারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সুকৃতে। 'সুকর্ম্মপাপেত্যাদি' সূত্রানুসারে অতীত কালে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় ও 'হ্রস্বস্যাপিতি' এই সূত্রানুসারে 'তুক্' প্রত্যয় হইয়াছে। সুদানবে। 'শোভন অর্থাৎ সুন্দর দাসু অর্থাৎ দান যাহার—এই বাক্যে 'সুদানুঃ' পদ হয়। দাসু-শব্দটী নু-প্রত্যয়ান্ত আদিস্বর উদাত্ত। 'আদ্যুদাত্তং দ্বচ্ ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বহুব্রীহি সমাসে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সীদতং। 'ষদ্লৃ' সদ-ধাতু বিশরণ গতি ও অবসাদন অর্থ বুঝায়॥ ৮॥

'অশ্বিনীকুমারদ্বয় উত্তমকর্ম্মকারী, শোভনদানবিশিষ্ট যজমানকে অন্নদানশীল আপনারা দর্ভাসনে উপবেশন করুন।"

সকল ব্যাখ্যাই সায়ণের অনুসারী। মন্ত্রের অন্তর্গত "সপ্তয়ঃ" পদে অশ্বের সম্বন্ধ আনিয়া মন্ত্রার্থকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। 'তিন খানি কাঠের তৈয়ারী রথ'—এই একটা ধারণা বদ্ধমূল থাকায়, ক্রমশঃ অশ্বের সম্বন্ধ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আর একটু অগ্রসর হইলে, অন্ততঃ ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রটীর (নবম মন্ত্রের) মর্ম্মটুকু অনুধাবন করিলে, আমরা বিশ্বাস করি, এ ভাব উল্টাইয়া যাইবে। উল্টাইয়া যাইবেই বা বলি কেন, সায়ণের ভাষ্যে সেখানে অন্য অর্থ অন্য ভাবই প্রকারান্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। রথটী যে কি, রথের বাহনই বা কি—সেখানে সে আভাষ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। * সেখানে রথের বিশেষণ আছে—"সূর্য্যত্বচা"। সায়ণ তাহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—'সূর্য্যসংবৃতেন সূর্য্যরশ্মিসদৃশেন বা।' বুঝুন—রথটী কি? বুঝিয়া দেখুন—সে রথের বাহনই বা কি প্রকার হওয়া সম্ভবপর?

এখন, আমরা যে দিক দিয়া যে ভাবে অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম, তাহার একটু হেতু প্রদর্শন করিতেছি। "সপ্তয়ঃ" পদে আমরা "ভগবৎসম্বন্ধকারিকাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'সপ্তন্' শব্দের মূল যে 'সপ্' ধাতু, তাহার অর্থ—'একত্রীকরণ'। যাহা একত্রিত বা মিলিত করায়—সেই ভাব প্রকাশ পক্ষে ঐ পদ ব্যবহার করা যায়। অথর্ব্ববেদের প্রথম মন্ত্রে 'ত্রিষপ্তা' পদ আছে। সেখানে 'সপ্' পদে যে যে ভাব ব্যক্ত হয়, তাহা প্রকাশ করিয়াছি। ফলতঃ, ভগবানের সম্বন্ধ যাহাতে আনে, এখানে 'সপ্তয়ঃ' পদে সেই ভাবই প্রাপ্ত হই। নচেৎ, উপমা পক্ষে 'সপ্তয়ঃ' পদে 'সপ্তরশ্মি' 'সপ্তকিরণ' ভাব গ্রহণ করা যায়। সূর্য্যদেব সপ্তাশ্বে আগমন করেন, তাঁহার সপ্ত অশ্ব,—এবংবিধ বাক্যের তাৎপর্য্য কি? সূর্য্যরশ্মিতে আমরা সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু বাস্তব-পক্ষে শ্বেতবর্ণ বলিয়া কোনও বর্ণই নাই। সাতটী বর্ণের মিলনে শ্বেতবর্ণের উৎপত্তি হয়। সপ্তবর্ণ (সপ্তকিরণ) এক হইয়া সূর্য্যদেবকে প্রকাশ

* নবম ঋকের ব্যাখ্যায় ও সায়ণভাষ্যে তাহা লক্ষ্য করুন। এখানে তদ্বিষয় অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র

করে। তাঁহার যে মূর্ত্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা সপ্তরশ্মির (সপ্ত-বর্ণের) সমন্বয়। * তাই সূর্য্যের সপ্তাশ্ব পরিকল্পিত হয়। এখানেও সেই মিলনের মিশ্রণের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। সে পক্ষে এখানকার প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে,—'সপ্তকিরণ দ্বারা সূর্য্যদেব যেমন প্রকাশমান্ হন, সেই রূপ সৎকর্ম্মসঞ্জাত সত্ত্বভাবের দ্বারা আপনারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন।' এখন, সপ্তকিরণ একীভূত হওয়ায় যে কিরণ উৎপন্ন হয় বা দেখিতে পাই, তাহার সহিত সত্ত্বভাবোন্মেষের কি সপ্ত উপাদান আছে—সন্ধান করা যাইতে পারে। সে সপ্ত উপাদান—পঞ্চভূতাত্মক দেহ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এইরূপ মনে করিতে পারি। এই সকল যখন কেন্দ্রীভূত হয়, কেন্দ্রীভূত হইয়া সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়,—ভগবানে সংন্যস্ত হয়; তখনই দেবভাবে দেহ পরিপূর্ণ হয়। এইরূপ অর্থই এখানে প্রকটিত আছে, মনে করা যাইতে পারে। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রথমাংশের (প্রথম পাদের) প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের কৃপায় ভগবৎসম্বন্ধ-সূচক আমাদিগের সদ্বৃত্তিনিচয় আমাদিগের কর্ম্ম-মধ্যে দেবভাব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হউক।'

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের সমস্যামূলক পদ—"বর্হিঃ"। তদনুসারে, দেবদ্বয়কে যেন কুশাসনে বসিতে বলা হইয়াছে—এইরূপ ভাব অধ্যাহৃত হয়। কিন্তু 'বর্হি' বা 'বর্হিষি' পদ যেখানেই প্রযুক্ত দেখি, সর্ব্বত্রই

---

* ত্রিকোণবিশিষ্ট কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যের এই সপ্তকিরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। সে পক্ষে সপ্তাশ্বে, সপ্তকিরণে "Seven Prismatic Rays" ভাব গ্রহণ করিতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞান ঐ সপ্তকিরণের সপ্তবর্ণকে "Vybgior" (ভিব্‌জিওর) শব্দে ব্যক্ত করেন। তদনুসারে ঐ শব্দের অন্তর্গত সাতটী 'বর্ণে' সাতটী 'বর্ণের' বিষয় জ্ঞাপিত হয়। ঐ শব্দের 'V' বর্ণে 'Violet' (বেগুণে রঙ্), 'Y' বর্ণে 'Yellow' (হরিদ্রা রঙ্) 'B' বর্ণে 'Blue' (ফিকে নীল রঙ্) 'G' বর্ণে 'Green' (হরিত বা সবুজ রঙ্) 'I' বর্ণে 'Indigo' (গাঢ় নীল রঙ্) 'O' বর্ণে 'Orange' (কমলা লেবুর রঙ্) এবং 'R' বর্ণে 'Red' (লাল রঙ) বুঝায়। এই সাত রঙ্ ত্রিকোণ কাচে এবং রামধনুতে দৃষ্ট হয়। এই সাত রঙ্ একত্রে মিশ্রিত হইলে, সাত এক হইয়া, 'সাদা' রঙ্ হইয়া যায়। বিপরীত বিভিন্ন বর্ণের বিমিশ্রণে এইরূপে শ্বেত বর্ণের উৎপত্তির বিষয় প্রাচীন আর্য্যগণ অবগত ছিলেন, সূর্য্যের সপ্তাশ্ব (সপ্তকরণ) প্রভৃতি পদে তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের ইহা গবেষণার বিষয়, সন্দেহ নাই।

'হৃদয়' অর্থ দ্যোতনা করে, এবং সেই অর্থেই ভাবসঙ্গতি দেখিতে পাই। 'ইষং' পদে 'অভীষ্টং' 'অভীষ্টফলং' অর্থ অনেকত্র লক্ষ্য করিয়াছি। * 'নরা' পদে 'নেতৃস্থানীয়' অর্থই এখানে সঙ্গত। এইরূপে মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে দেবদ্বয়! আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-কারী ও সুষ্ঠুদানশীল করিয়া, অভীষ্টফল প্রদান করুন,—আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া আপনারা অধিষ্ঠিত হউন।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই ভাবার্থ। (১ম—৪৭সূ—৮ঋ) ॥

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

তেন নাসত্যা গতং রথেন সূর্য্যত্বচা।

যেন শশ্বদূহথুর্দ্দাশুষে বসু

মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণ।

তেন। নাসত্যা। আ। গতং। রথেন। সূর্য্যত্বচা।

যেন। শশ্বৎ। উহথুঃ। দাশুষে। বসু।

মধ্বঃ। সোমস্য। পীতয়ে ॥ ৯ ॥

* যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্রে "ইষে ত্বা" বাক্যের অর্থে ও অন্যান্য স্থলে এতদালোচনা দ্রষ্টব্য।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (অসৎসংশ্রবরহিতৌ, সৎস্বরূপৌ, হে দেবৌ) 'বেন' (রথেন, কর্ম্মণা) 'দাশুষে' (অর্চ্চনাকারিণে, উপাসকায়) 'বসু' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'শশ্বৎ' সর্ব্বদা) 'উপথুঃ' (প্রাপিতবন্তৌ, প্রাপয়থঃ), 'তেন' (পরিসন্ধেন) 'সূর্য্যত্বচা' (জ্ঞানকিরণসংযুক্তেন) 'রথেন' (সৎকর্ম্মরূপযানেন—আগত্য ইতি যাবৎ) মধ্বঃ' (মধুরস্য) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য) 'পীতয়ে' (পানার্থং, গ্রহণার্থং, তৎসহ সম্মিলনার্থং) 'আ-গতং' (আগচ্ছতং অবতিষ্ঠতং)। সৎস্বরূপৌ হে দেবৌ। যেনাহং সত্ত্বভাবসমন্বিতো ভবামি, তৎ কৃতং তৎকৃত্বা চ ময়া সহ সম্মিলিতৌ ভবতং। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম- ৪৭সূ ৯ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎস্বরূপ হে দেবদ্বয়! যে কর্ম্মের দ্বারা আপনারা উপাসককে পরমার্থ রূপ ধন সর্ব্বদা প্রদান করেন, জ্ঞানকিরণসংযুক্ত সেই সৎকর্ম্ম-রূপ যানে আগমন-পূর্ব্বক মধুর সত্ত্বভাব গ্রহণার্থ আপনারা অবস্থিতি করুন (অর্থাৎ আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হউন)। (ভাব এই যে—'হে দেবদ্বয়! যাহাতে আমার সত্ত্বভাব [illegible] আপনারা আমাদিগের মধ্যে বিরাজমান্ হউন।') (১ম—৪৭সূ—৯ঋ)॥

• • •

সায়ণ ভাষ্য।

হে নাসত্যা সূর্য্যত্বচা সূর্য্যসংবৃতেন [illegible] পরিসন্ধেন রথেনাগতং আগচ্ছতং। দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় বসু ধনং [illegible] প্রাপিতবন্তৌ। তেন রথেনেত্যর্থঃ। কিমর্থমাগমনমিতি [illegible]। মধ্বো মধুরস্য সোমস্য পীতয়ে সোমপানার্থং॥

সূর্য্যত্বচা। ত্বচ সংবরণে। ত্বচতি সংবরণোতীতি ত্বগ্ রশ্মিঃ। [illegible] ত্বগিব ত্বগ্ যস্য। সপ্তম্যুপমানেত্যাদিনা বহুব্রীহিরুত্তরপদলোপশ্চ। [illegible]

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অসত্যরহিত (অশ্বিদেবদ্বয়)! আপনারা সূর্য্যসংবৃত অথবা সূর্য্যরশ্মিসদৃশ প্রসিদ্ধ রথে আগমন করুন। যে রথের দ্বারা আপনারা হবির্দ্দানশীল যজমানগণকে সর্ব্বদা ধন দান করিয়া থাকেন; সেই রথের দ্বারা। পূর্ব্বের সহিত অন্বয়। কি জন্য আগমন করিবেন, তাহাই বলা হইতেছে;—মধুর সোমরস পান করিবার জন্য।

সূর্য্যত্বচা। সংবরণার্থক 'ত্বচ্' ধাতু। 'ত্বচতি' অর্থাৎ সংবরণ করেন—এই অর্থে 'ত্বগ্' শব্দে রশ্মিকে বুঝায়। সূর্য্যের ত্বগের অর্থাৎ রশ্মির ন্যায় ত্বগ্ অর্থাৎ রশ্মি যাহার। 'সপ্তম্যুপমানেত্যাদি' সূত্রানুসারে বহুব্রীহিসমাস ও উত্তরপদের লোপ হইয়াছে। 'সূর্য্য'

রাজসূয়সূর্য্যোত্যাদিনা রুডাগমসহিতো নিপাতিতঃ। ততঃ প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। স এব বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ শিষ্যতে। উৎথুঃ। বহ প্রাপণে। লিট্যাসংযোগাল্লিট্যকিদিতি লিটঃ কিত্ত্বে বচিস্বপীত্যাদিনা সম্প্রসারণং। অভ্যাসহলাদিশেষৌ সবর্ণদীর্ঘঃ। প্রত্যয়স্বরং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ (১ম—৪৭সূ-৯ঋ)॥

নবম (৫৬৪) ঋকের বিশদার্থ।

দেবতা অশরীরী। তাঁহাদিগের আগমনের রথও অবয়ব-সম্পন্ন নহে। এই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত দেখুন। এ পর্য্যন্ত প্রায় সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেই—রথ কাষ্ঠনির্ম্মিত, রথ ত্রিকোণ-বিশিষ্ট, রথ বস্ত্রাবৃত ইত্যাদি ভাবের অর্থই প্রচলিত দেখিয়াছি। এখানে রথের এক 'সূর্য্যত্বচা' বিশেষণে সে ভাব পরিবর্ত্তিত দেখিলাম। এখানে রথ সূর্য্যরশ্মিসদৃশ প্রতিপন্ন হইল। অতএব, সূর্য্যরশ্মিসদৃশ সেই রথে আরোহণ-পূর্ব্বক কিদৃশী আকৃতিসম্পন্ন দেবতা কি ভাবে আগমন করিবেন, তাহা বুঝিয়া দেখুন। রশ্মি-রূপ যানে দেবতা কেমন ভাবে কোথায় আগমন করেন, এ বিষয় পূর্ব্বে বহু স্থানেই আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার একটু ইঙ্গিত-মাত্র প্রদান করিতেছি। সূর্য্যদেব—জ্যোতির আধার—জ্ঞানের কেন্দ্রস্থান। তাঁহার কিরণ লাভ—হৃদয়ে জ্ঞানস্ফূর্ত্তি। জ্ঞানস্ফূর্ত্তি বা জ্ঞান-জ্যোতিই দেবগণের আগমনের রথ-স্বরূপ। রথকে যে 'ত্রিবৃত' 'ত্রিবন্ধুর' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, তাহাতে সূর্য্যরশ্মির সহিত উপমার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আলোক-রশ্মি ত্রিকোণ-গতিতে প্রতিভাত হয়, ত্রিকোণ-গতিতেই সংসারে বিস্তৃতি-লাভ করে। সত্ত্ব-রজ-তমঃ—এই ত্রিগুণসাম্যেই জ্ঞান প্রসারিত হইয়া থাকে। রথের ঐ

শব্দটী প্রেরণার্থক 'যূ' ধাতুর উত্তর 'কাপ্' প্রত্যয় করিয়া 'রাজসূয়সূর্য্য' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'রুট্' আগমের সহিত নিপাতন-সিদ্ধ। তৎপরে প্রত্যয়ের 'পিত্ত্ব'-হেতু অনুদাত্তবিষয়ে ধাতু-স্বরের সহিত আদিস্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর-হেতু তাহা অবশিষ্ট থাকে। উৎথুঃ। প্রাপণার্থ 'বহ' ধাতু 'লিট্যাসংযোগাল্লিট্যকিদিতি লিটঃ' এই নিয়মানুসারে লিটের 'কিত্ত্ব' হইলে 'বচিস্বপি ইত্যাদি সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। অভ্যাস ও হলের আদিবর্ণ অবশিষ্ট থাকে, এবং সবর্ণের দীর্ঘ হয়। উহা প্রত্যয়-স্বর প্রাপ্ত, তবে বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। (১ম—৪৭সূ-৯ঋ)।

সকল বিশেষণ, সেই দৃষ্টিতেই গ্রহণ করা যায়। ফলতঃ, এই মন্ত্রের মধ্যে দেবতার স্বরূপ এবং তাঁহাদিগের যানের নিগূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধ হইতে পারে। দেবতার সোমপানের বিষয় বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সে আলোচনা আর নিষ্প্রয়োজন। দেবদ্বয়ের বিশেষণ আছে—'নাসত্যা'; অর্থাৎ, তাঁহারা অসতের বা অনিত্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহেন; তাঁহারা সৎস্বরূপ। সৎস্বরূপ দেবতা—সত্ত্বভাবের মধ্যেই বিরাজ করেন। আমাদিগের মধ্যে সেই সত্ত্বভাব প্রতিষ্ঠিত হউক,—দেবগণ বিরাজমান রহুন। ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার নিগূঢ় তাৎপর্য্য। (১ম—৪৭সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক।)

উক্থেভিরর্ব্বাগবসে পুরূবসূ অর্কৈশ্চ

নি হ্বয়ামহে।

শশ্বৎ কণ্বানাং সদসি প্রিয়ে হি কং

সোমং পপথুরশ্বিনা ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উক্থেভিঃ। অর্ব্বাক্। অবসে। পুরু বসূ ইতি পুরুঽবসূ। অর্কৈঃ। চ।

নি। হ্বয়ামহে।

শশ্বৎ। কণ্বানাং। সদসি। প্রিয়ে। হি। কং।

সোমং। পপথুঃ। অশ্বিনা ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুবসু' (প্রভূতধনযুক্তৌ, হে দেবৌ) 'অংসে' (অস্মদ্রক্ষণার্থং) 'উক্থেভিঃ' (শস্ত্রৈঃ, ঋগ্মন্ত্রৈঃ) 'অর্কৈঃ' (স্তোত্রৈঃ, সামগানৈঃ) যুবাং 'অর্ব্বাক্' (অস্মদাভিমুখ্যেন) 'নি হ্বয়ামহে' (নিতরাং আহ্বায়ামঃ); 'হি' (যতঃ, অতঃ অনুকম্পাপ্রকাশেন ইতি যাবৎ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) যুবাং 'কণ্বানাং' (অস্মৎসদৃশানাং অকিঞ্চনানাং) 'প্রিয়ে' (অভিলষিতে) 'সদসি' (যজ্ঞে, কর্ম্মণি) 'শশ্বৎ' (সর্ব্বদা আগত্য ইতি যাবৎ) 'কং' (খলু, নিতরাং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'পপথুঃ' (পিবথঃ, সত্ত্বভাবেন সহ সম্মিলিতৌ ভবথঃ)। অশেষধনশালিনৌ হে দেবৌ! অস্মাকং স্তোত্রেণ প্রীতৌ সন্তৌ অস্মান্ প্রাপয়থঃ। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪৭সূ—১০ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতধনশালী হে দেবদ্বয়। আমাদিগের রক্ষার জন্য ঋগ্মন্ত্রোচ্চারণে ও সামগানে আমরা আপনাদিগকে আমাদিগের অভিমুখে নিয়ত আহ্বান করিতেছি; তাহাতে, অনুকম্পা-প্রকাশ করিয়া, আধি ব্যাধি নাশক হে দেবদ্বয়, আপনারা অস্মৎসদৃশ অকিঞ্চনগণের অভিলষিত কর্ম্মে সর্ব্বদা আগমন-পূর্ব্বক নিরন্তর আমাদিগের সত্ত্বভাব পান করুন, অর্থাৎ তৎসহ সম্মিলিত হউন। (ভাব এই যে, আমাদিগের স্তোত্রে প্রীত হইয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন।)॥ (১ম—৪৭সূ—১০ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

পুরুবসু প্রভূতধনাবশ্বিনাবসেঽস্মদ্রক্ষণার্থমুক্থেভিরুক্থৈঃ শস্ত্রৈরর্কৈশ্চার্চ্চনসাধনৈঃ স্তোত্রৈশ্চার্ব্বাগস্মদাভিমুখ্যেন নিহ্বয়ামহে। নিতরামাহ্বয়ামঃ। হে অশ্বিনৌ কণ্বানাং কণ্বপুত্রানাং মেধাবিনাং বা প্রিয়ে সদসি যজ্ঞস্থানে শশ্বৎ সর্ব্বদা সোমং পপথুর্হি কং। যুবাং পীতবন্তৌ খলু॥

উক্থেভিঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস্ ঐসাদেশাভাবঃ। বহুবচনে ছন্দোদিত্যেত্বং। অর্কৈঃ। ঋচ স্তুতৌ। পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ। প্রায়েণেতি করণে ঘঃ। চজোঃ কু ঘিণ্যতো-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতধনশালী অশ্বিদেবদ্বয়! আমাদিগের রক্ষণার্থ শস্ত্রদ্বারা এবং অর্চ্চন-সাধন স্তোত্রসমূহ-দ্বারা আমাদিগের অভিমুখে (আসিবার জন্য) আপনাদিগকে বিশেষরূপে আহ্বান করিতেছি। হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা কণ্বপুত্রগণের অথবা মেধাবিগণের প্রিয় যজ্ঞস্থানে সকল সময়েই সোমপান করিয়া থাকেন।

ক্থেভিঃ। 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'ভিস্' স্থানে 'ঐস্' আদেশের অভাব। 'বহুবচনে ছন্দো' এই নিয়মানুসারে 'এত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্কৈঃ। স্তুত্যর্থক ঋচ্। 'পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ' এই নিয়মানুসারে করণবাচ্যে 'ঘঃ' প্রত্যয় হইয়া

রিতি কুত্বঃ। নিহ্বয়ামহে। নিসমুপবিভ্যো হ্ব ইত্যাত্মনেপদং। সদসি। সীদন্ত্যস্মিন্নিতি সদঃ। অস্মনো নিঘাদাদ্যুদাত্তত্বং। পপথুঃ। পা পানে। লিট্যাতো লোপ ইটি চেত্যাকার-লোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ (১ম ৪৭সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে দ্বিতীয়ো বর্গঃ॥ (১।৪।২)॥

দশম (৫৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের ভাব সরল ও সহজ-বোধ্য।' আমরা উক্থ-মন্ত্রে ও অর্ক-স্তোত্রে আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি; আমাদিগের এই প্রিয় যজ্ঞে আসিয়া আপনারা সোম পান করুন।' সাধারণতঃ এই অর্থই প্রচলিত।

আমরাও এই অর্থেরই অনুসরণ করি। কেবল, সোম-পান বলিতে সাধারণতঃ যে ভাব পরিগৃহীত হয়, আমাদিগের ভাব তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যার ও আমাদিগের ব্যাখ্যার ইহাই পার্থক্য। সে পার্থক্য বুঝিলেই মন্ত্রার্থ হৃদ্‌গত হয়।

এই মন্ত্রে সরল ভাবে প্রার্থনা আছে। প্রার্থনা—রক্ষার। বিপদে রক্ষা, সম্পদে রক্ষা—রক্ষা সকল সময়ই প্রয়োজন। শত্রুর কবল হইতে রক্ষা, মিত্রের মায়া-মোহ হইতে রক্ষা—রক্ষা অনেক প্রকারের আছে। প্রার্থনাকারীর উচ্চারিত "অবসে" পদে সেই সকল প্রকার রক্ষার প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

রক্ষা পাইবার উপযোগী সম্বল কিছুই নাই। রক্ষা পাইবার উপযোগী কর্ম্ম-সামর্থ্যও কিছু নাই। আছে কেবল—অসহায়ের সম্বল—অগতির গতি—কয়েকটী উক্থ ও অর্ক। ধাত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি; আর সাম-গানে প্রবৃত্ত হইতেছি; সেই মাত্র উপলক্ষ্য করিয়া, হে দেবদ্বয়, আপনারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। ইহাই এখানকার এক প্রার্থনা। আর

'চজোঃ কু ঘিণ্যতোঃ' এই নিয়মানুসারে 'ঘ' স্থানে 'ক' হইয়াছে। নিহ্বয়ামহে। 'নিসমুপবিভ্যো হ্বঃ' এই নিয়মানুসারে আত্মনেপদ হইয়াছে। পপথুঃ। পানার্থ 'পা' ধাতু। 'লিট্যাতো লোপ ইটি চ' এই নিয়মানুসারে আকারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'হি চ' এই সূত্রানুসারে নিঘাতের প্রতিষেধ হইয়াছে। (১ম—৪৭সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।২॥

এক প্রার্থনা,—'আমাদিগের প্রিয় (অভিলষিত) কর্ম্মে—যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মে—আপনারা নিয়ত আসিয়া মিলিত হউন; আর, তদুৎপন্ন বা স্বতঃসঞ্জাত সত্ত্বভাবের সহিত আপনাদিগের সম্মিলন হউক।' *

এই মন্ত্রে আর একটী বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। মন্ত্রের একটী পদ—'নি হ্বয়ামহে।' উহার প্রতিবাক্য—'নিতরাং আহ্বয়ামঃ।' বাঙ্গালা ভাব—'নিয়ত আহ্বান করিতেছি বা করি।' তাহাতে 'আমরা যেন নিয়ত আহ্বান করিতেছি'—সাধারণতঃ এই ভাব প্রকাশ পায়। তবে সে পক্ষে কতকটা আত্মশ্লাঘা দ্যোতনা করে। সুতরাং মন্ত্রের প্রকৃত ভাব সেরূপ মনে না করাই সঙ্গত বোধ করি। কেন-না, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের নিগূঢ় লক্ষ্যের বিষয় অনুধাবন করিলে, প্রথমাংশে আহ্বান এবং দ্বিতীয়াংশে সেই আহ্বানের ফল প্রকটিত দেখি। নিয়ত যাঁহারা সেই দেবদ্বয়কে আহ্বান করেন, দেবদ্বয় সর্ব্বদা আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হয়েন,—তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করেন। এই নিত্যসত্যত্বই এখানে প্রকটিত আছে মনে করি। ফলতঃ, দেবতার অনুকম্পা-লাভ করিতে হইলে, দেবভাব প্রাপ্ত হইতে হইলে, নিয়ত দেবতার পূজাপরায়ণ থাকিতে হইবে,—নিয়ত দেবভাবের উদ্বোধনায় সচেষ্ট থাকিবে। এই মন্ত্র এই এক ভাব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্রান্তর্গত 'হি' পদের 'যতঃ' প্রতিবাক্য-গ্রহণ-পক্ষে সেই সার্থকতা লক্ষ্য করা যায়।

যে দেবতা আধি-ব্যাধি-নাশকারী, যে দেবভাবের সহযোগে হৃদয়-মন ব্যাধিশূন্য প্রফুল্ল হয়, সে দেবতার নিকট মানুষের আর কি প্রার্থনা

* বলা বাহুল্য, এ ঋকের প্রচলিত অর্থে কিন্তু এ ভাব ব্যক্ত নহে। সে অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উক্থ ও অর্ক মন্ত্রে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। তোমরা কণ্বপুত্রদিগের মনোমত এই যজ্ঞে আসিয়া সোমরস পান কর।' এ পক্ষে ভাব আসে, যজমান যেন এই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতেছেন। মন্ত্রোচ্চারণকারী তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি; আর যজ্ঞের পুরোহিত কণ্বপুত্রেরা যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কণ্বপুত্রদিগের দ্বারা যজ্ঞ করাইলে, সোমরস প্রস্তুত করাইলে, তাহা যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মনোমত হয়। তাই তাঁহাদিগের অভিমত-ক্রমে তিনি যেন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন; এবং দেবদ্বয়কে সেই কথা বলিয়া প্রলুব্ধ করিতেছেন। কিন্তু সর্ব্বত্র এ অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না।

থাকিতে পারে? তাঁহারা যদি সর্ব্বদা অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহারা যদি অবিচ্ছেদে হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া বিদ্যমান্ রহেন; তবেই সকল ব্যাধি—সকল বিপত্তি দূরে যাইবে,—তবেই শ্রেয়ঃ আসিয়া আলিঙ্গন করিবে। মন্ত্র শিক্ষা দিতেছে,—'হে জীব! তুমি সদাকাল সেই আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়ের পূজায় প্রাণ উৎসর্গ কর; তোমার সকল ব্যাধি-বিপত্তি দূরে অপসৃত হইবে।' মন্ত্র এই অনুপ্রাণনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। এই সূক্তের প্রায় সকল ঋক্‌গুলিই এবম্বিধ প্রার্থনার ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। উপসংহারে সেই ভাবেরই স্ফূর্ত্তি দেখি। (১ম—৩৭সূ—৩ঋ)।

অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

সহ বামেনেতি ষোড়শর্চং পঞ্চমং সূক্তং। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। বার্হতত্বাদযুজো বৃহত্যাঃ। বৃহতঃ সতো বৃহত্যাঃ। উষাদেবতা। সহ ষোড়শোষস্তং দ্বিতানুক্রমণিকা॥ প্রাতরনুবাকে উষাস্তুতৌ বার্হতে ছন্দসীদং সূক্তং। অথোষস্ত ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। প্রত্না অদর্শি সহ বামেনেতি বার্হতং। আং ৪।১৪। ইতি॥ তথাশ্বিনশস্ত্রেঽপ্যেতৎ সূক্তং। প্রাতরনুবাকক্রায়েনেত্যাদিষ্টত্বাৎ। তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

(নবমানুবাকের) এই পঞ্চম সূক্তে 'সহবামেন' প্রভৃতি ষোলটী ঋক্ আছে। ঐ ঋক্-সমূহের ঋষি—'প্রস্কণ্ব'। বার্হতত্ব-হেতু কতকগুলি ঋকের অযুজোবৃহতী ছন্দঃ ও কতকগুলি ঋকের যুজো বৃহতী ছন্দঃ। দেবতা উষা। 'সহষোড়শস্তং তু' এইরূপ অনুক্রমণিকা আছে। প্রাতরনুবাকে উষাদেবতা-সম্বন্ধীয় যাগে বৃহতী ছন্দোবিশিষ্ট এই সূক্ত প্রযুক্ত হয়। আশ্বলায়ন-শ্রৌত-সূত্রে 'অথোষস্ত' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা—'প্রত্না অদর্শি সহ বামেন ইতি বার্হতং' (আং ৪।১৪)। সেইরূপ অশ্বিন-শস্ত্রেও এই সূক্তের উক্তি আছে। যথা,—'প্রাতরনুবাকক্রায়েনেত্যাদিষ্টত্বাৎ।' সেই সূক্তের এই প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।